CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-281 ■ 21 July, 2025 ■ আগরতলা ২১ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ৪ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ লোকসভার অধিবেশনে নতুন আয়কর বিশ পেশ হচ্ছে

নয়াদিল্লি, ২০শে জুলাই ।। দেশের ছয় দশকের পুরনো আয়কর আইন প্রতিস্থাপন করতে আসা নতুন আয়কর বিল, ২০২৫-এর উপর সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদন সোমবার লোকসভায় পেশ করা হবে। এটি দেশের কর ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিজেপি নেতা বৈজয়ন্ত পাণ্ডার নেতৃত্বাধীন ৩১ সদস্যের এই সিলেক্ট কমিটি লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা কর্তৃক গঠিত হয়েছিল। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ লোকসভায় নতুন আয়কর বিল, ২০২৫ পেশ করার পর এটি কমিটির কাছে পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়। কমিটি এই বিলে ২৮৫টি পরামর্শ দিয়েছে এবং ১৬ই জুলাই তাদের প্রতিবেদনটি গ্রহণ করেছে। এখন এটি সংসদে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য পেশ করা হবে।

নতুন সরলীকৃত আয়কর বিলটি ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের প্রায় অর্ধেক আকারের। এর মূল লক্ষ্য হল আইনি বিবাদ এবং নতুন ব্যাখ্যার সুযোগ কমিয়ে করের ক্ষেত্রে নিশ্চিততা আনা। লোকসভায় পেশ করা নতুন বিলটিতে শব্দের সংখ্যা ২.৬ লাখ, যা বিদ্যমান আয়কর আইনের ৫.১২ লাখ শব্দের তুলনায় অনেক কম। ধারার সংখ্যাও ৮১৯ থেকে কমে ৫৩৬-এ দাঁড়িয়েছে। আয়কর বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী অনুসারে, অধ্যায়ের সংখ্যাও ৪৭ থেকে কমে ২৩-এ নেমে এসেছে।

আয়কর বিল, ২০২৫-এ ৫৭টি সারণি রয়েছে, যেখানে বিদ্যমান আইনে ১৮টি ছিল। এছাড়াও, ১,২০০টি প্রভিশন এবং ৯০০টি ব্যাখ্যা বাদ দেওয়া হয়েছে। ছাড় এবং টিডিএস/টিসিএস সম্পর্কিত বিধানগুলি বিলটিতে সারণিবদ্ধ আকারে উপস্থাপন করে আরও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। অলাভজনক সংস্থাগুলির জন্য অধ্যায়টি সহজ ভাষায় আরও বিস্তারিত করা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ, শব্দের সংখ্যা ৩৪,৫৪৭ কমেছে।

করদাতাদের সুবিধার জন্য, বিলটিতে ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের "পূর্ববর্তী বছর" শব্দটির পরিবর্তে "কর বছর" ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও, "অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার" ধারণাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে, পূর্ববর্তী বছরে (যেমন ২০২৩-২৪) অর্জিত আয়ের জন্য মূল্যায়ন বছরে (যেমন ২০২৪-২৫) কর প্রদান করা হয়। এই "পূর্ববর্তী বছর" এবং "মূল্যায়ন বছর" ধারণাটি বাদ দিয়ে সরলীকৃত বিলটিতে শুধুমাত্র "কর বছর" প্রবর্তন করা হয়েছে।

লোকসভায় বিলটি পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী সীতারামণ বলেছিলেন যে বিলটিতে 'উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন' আনা হয়েছে। শব্দের সংখ্যা অর্ধেক করা হয়েছে এবং ☛৫ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক বিবাদের জেরে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। পারিবারিক বিবাদের জেরে আত্মহত্যা করল এক সদ্য বিবাহিত যুবক। পারিবারিক অশান্তির কারণেই ওই যুবক আত্মহত্যা করেছে, এমনটাই অভিযোগ তার স্ত্রীর। মৃত যুবকের নাম দীপঙ্কর পাল(৩৫)। এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে মৃত যুবকের স্ত্রীর অভিযোগ, তাদের বিয়ে হয়েছে প্রায় এক বছর। বিয়ের পর থেকেই শাশুড়ি বিভিন্নভাবে তাদের দুজনকেই মানসিক নির্য্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ছেলেকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তার মা প্রতিনিয়ত নির্য্যাতন চালাতো। এমনকি গৃহবধূ তার বাপের বাড়ি থেকে যৌতুকের কোন সামগ্রী আনেনি বলেও তাকে নির্য্যাতন করা হতো। মানসিকভাবে নির্য্যাতনের শিকার হয়ে শেষ পর্য্যন্ত দীপঙ্কর পাল আত্মহত্যা করেছে, এমনই অভিযোগ দীপঙ্করের স্ত্রীর। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে। এদিকে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রেলে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। রাজধানী আগরতলার সাধু টিলা রেন্টার্স কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় রেলে কাটা পড়ে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সকালে এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের ধারণা, ওই যুবক রেললাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

জানা গেছে, রবিবার সকালে স্থানীয় ব্যক্তি রেললাইনের ওপর এক যুবকের ছিন্নভিন্ন মরদেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তার বয়স আনুমানিক ২৫-৩০ বছর। স্থানীয়দের মতে, সম্ভবত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ফৌজদারি আইন নিয়ে কর্মশালা

রাজ্যে অপরাধের হারের বিচারে দেশের মধ্যে নিচের দিক থেকে তৃতীয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় যে ৩টি নতুন ফৌজদারি আইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে ওয়াকিবহল করতে হবে যাতে মানুষ আইনের সুবিধাসমূহ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হন এবং প্রয়োজনে এর সুবিধা নিতে পারেন। এক্ষেত্রে আরক্ষা প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এফ আই আর থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার ব্যবস্থা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। আজ প্রজ্ঞাভবনে আরক্ষা প্রশাসন আয়োজিত 'ইনভেস্টিগেশন এন্ড প্রশিকিউশন আন্ডার নিউ ক্রিমিনাল এন্ড এন ডি পি এস অ্যাক্ট" শীর্ষক কর্মশালায় এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। কর্মশালায় শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকগণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকগণ, ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির প্রতিনিধিগণ সহ আইনজীবীগণও উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন ফৌজদারি আইনগুলি নাগরিক কেন্দ্রিক, সহজলভ্য এবং দক্ষ বিচার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই আইন অনুযায়ী এখন যেকোন অভিযোগকারী বাড়িতে বসেই ডিজিট্যালি এফ আই আর দায়ের করতে পারবেন। এই ৩টি আইন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই আইনগুলি অনুযায়ী অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে প্রতি ৯০ দিনে মামলার আপডেট দিতে হবে। তাছাড়া অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত উভয়কেই মামলার ১৪ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রদান করতে হবে। এছাড়া এই আইনে ১৫ বছরের কম বা ৬০ বছরের বেশী বয়সী নারী, ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের থানায় যাওয়া থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকদের সাত দিনের মধ্যে মেডিকেল রিপোর্ট জমা দিতে হবে। তথ্য রেকর্ডের দুই মাসের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

অরুণাচল সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের তিব্বতি অংশে চীনের বৃহত্তর বাঁধ নির্মাণে উদ্বেগ

গুয়াহাটি, ২০ জুলাই ।। বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণ শুরু করেছে চীন। ব্রহ্মপুত্র নদীর তিব্বতি অংশ ইয়ারলুং জাংবো-র নিম্নপ্রবাহে গড়ে উঠছে এই মেগা বাঁধ প্রকল্প। বাঁধটি অরুণাচল প্রদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র ৩০ কিমি দূরে নির্মিত হচ্ছে।

চীনা প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফর্ম কমিশন ও পাওয়ার কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন অফ চায়নার শীর্ষ কর্তারা এবং স্থানীয় অধিবাসীরা।

প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১.২ ট্রিলিয়ন ইউয়ান (১৬৭.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। পাঁচটি বিশাল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে তৈরি হবে এই ক্যাসকেড প্রকল্প। এর ফলে বছরে ৩০০ বিলিয়ন কিলোওয়াট প্রতি ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে যা চীনের থ্রি গর্জেস ড্যামের থেকেও বেশি। ভারত চীনের এই একতরফা পদক্ষেপ নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে। কারণ, ভারত ব্রহ্মপুত্রের নিম্নপ্রবাহে অবস্থিত। ভারতের প্রায় ৩০-৩৫ ব্রহ্মপুত্র প্রবাহ চীন থেকে আসছে। ফলে নদীর ওপর চীনের নিয়ন্ত্রণ কৌশলগতভাবে চিন্তার কারণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকল্পটি চীনের উপরের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের সরাসরি বার্তা, বিশেষ করে সীমান্ত উত্তেজনার আবহে। কারণ, অরুণাচল প্রদেশকে 'দক্ষিণ তিব্বত' বলে দাবি করে চীন, যার পার্শবর্তী এলাকাতেই এই বাঁধ গড়া হচ্ছে।

এই বাঁধ নির্মাণকে ঘিরে কূটনৈতিক চাপান উতর চরমে পৌঁছেছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের এক শীর্ষ উপদেষ্টা মন্তব্য করেন, যদি ভারত সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করতে পারে, তবে চীনও ব্রহ্মপুত্রের জল আটকাতে পারে। এই পাল্টা হুমকির রাজনীতি দক্ষিণ এশিয়ায় জলের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা টুইট করে বলেন, চীনে ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি হলেও, ভারতে ওই নদের জলপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় মূলত বৃষ্টিপাত ও উপনদী থেকে। তিনি জানান, সীমান্তে নদীর প্রবাহ যেখানে ২,০০০---৩,০০০ ঘনমিটার/সেকেন্ড, সেখানে অসমে তা ১৫,০০০ --- ২০,০০০ ঘনমিটার/সেকেন্ডে পৌঁছয়। চীন জল আটকালে বরং আমাদের বন্যার আশঙ্কা কমবে।

বাঁধ নির্মাণ এলাকা একটি উচ্চমাত্রার ভূকম্পনপ্রবণ অঞ্চল। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, এমন এক স্পর্শকাতর অঞ্চলে বিশাল কাঠামো তৈরি মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। ২০২১ সালের উত্তরাখণ্ড হিমবাহ বিপর্যয় এমনই উদাহরণ।

পরিবেশবিদরা আরও আশঙ্কা করছেন, বাঁধটি নদীর প্রাকৃতিক ☛৫ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট মিটার নিয়ে সরব প্রদেশ বিজেপি

বিরোধীদের অপপ্রচার, সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। বিরোধীরা অপপ্রচার চালাচ্ছে। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। আজ বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এমনটাই অভিযোগ করলেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এছাড়াও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে ধরেন তিনি। তাঁর শাসনকালে রাজ্যে সন্ত্রাসের রিপোর্ট কার্ডও তুলে ধরেছেন রাজিব ভট্টাচার্য ।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য বলেন, বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্মার্ট মিটার সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্মার্ট মিটারের ফলে সাধারণ জনগণের উন্নয়ন সাধিত হবে। বর্তমানে বিজেপি সরকার গোটা দেশে স্বচ্ছতা আনার জন্য নিয়োগ নীতি থেকে শুরু করে বিধানসভা, বিভিন্ন পরিষেবা সর্বক্ষেত্রে ই-পরিষেবা চালু করছে। ই-পরিষেবা চালুর ফলে সর্বক্ষেত্রে জনসাধারণকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় থাকছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, ই-রেশন পরিষেবা চালুর ফলে সারাদেশে যে কোন জায়গা থেকে সাধারণ নাগরিক তার প্রাপ্য রেশন সামগ্রী তুলতে পারছেন। সেক্ষেত্রে কোন ধরনের কারচুপি করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, রাইটস অফ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক প্রদীপ দত্ত ভৌমিক প্রয়াত, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। প্রয়াত হলেন দৈনিক সংবাদ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক বরিষ্ঠ সাংবাদিক প্রদীপ দত্ত ভৌমিক। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। দিল্লি এইমস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।

উল্লেখ্য, বেশ কিছু দিন ধরে দিল্লির এইমস-এ চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। আজ আনুমানিক দুপুর ৩:৪৫ মিনিটে সমস্ত চিকিৎসার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর প্রয়াণে গোটা সংবাদ জগৎ শোকাহত। চার দশকের বেশি সময় ধরে সংবাদজগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন প্রদীপ দত্ত ভৌমিক। বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রাণপুরুষ প্রয়াত ভূপেন চন্দ্র ভৌমিকের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন তিনি। এক নিষ্ঠ সাহসী ভূমিকা নিয়ে আজীবন সাংবাদিকতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

উল্লেখ্য, ১ জানুয়ারী ১৯৫৩ সালে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার মাইজখার ☛৫ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জল ও রাস্তাঘাট নিয়ে এমডিসি'র বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন ক্ষুব্ধ জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। দীর্ঘ সাত বছর ধরে পানীয় জল, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য মৌলিক সুবিধার অভাবে চরম দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন ঋষ্যমুখ ব্লকের কৈলাশনগর এডিসি ভিলেজের ছনখলা বাড়ি এলাকার প্রায় ২৭টি উপজাতি পরিবার। পর্যাপ্ত সরকারি পরিষেবা না পেয়ে তারা স্থানীয় এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন।

এলাকার বাসিন্দারা জানান, সরকার প্রতি ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও এই এলাকার মানুষ আজও পানীয় জলের জন্য ছড়া, নালা, এবং পাতকুয়ার ওপর নির্ভরশীল। এলাকাবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে ছড়ার জল ধরে রাখার জন্য কুয়ো তৈরি করলেও বর্ষাকালে মাটি ও কাদায় সেই জল ঘোলা হয়ে যায়। আর্থিক সংকটের কারণে অনেকে ফিল্টার কিনে জল পরিশোধন করতে পারেন না, ফলে বাধ্য হয়ে দূষিত জল পান করতে হচ্ছে। এর ফলে জলবাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত এডিসি নির্বাচনের আগে এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তিনি আর এলাকার খবর রাখেন না। সামনেই ভিলেজ কাউন্সিলের নির্বাচন। এলাকার জনগণ মনে করছেন, ভোটের আগে দেবজিৎরা আবার আসবেন এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবেন। কিন্তু এবার আর তারা সেই ফাঁদে পা দেবেন না।

তাদের কথায় স্পষ্ট যে, তারা নিজেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবং আগামী নির্বাচনে এর প্রতিফলন দেখা যাবে। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

নিজ দোকানে আক্রান্ত ব্যবসায়ী

অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি সিপিএমের পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। নিজ দোকানে দুষ্কৃতি দ্বারা আক্রান্ত হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনার প্রতিবাদে সরব হল সিপিআইএম। মানিক ভান্ডার বাজারে বিক্ষোভ কর্মসূচি এবং কমলপুর-আমবাসা সড়ক অবরোধ করল সিপিআইএম দলীয় কর্মী সমর্থকরা।

কমলপুর মহকুমা মানিকভান্ডার বাজারের এক ব্যবসায়ীর উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় দুষ্কৃতিকারীরা।

এরই প্রতিবাদে রবিবার সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ করে সিপিআইএম দলীয় কর্মী সমর্থকরা। মানিকভান্ডার বাজারের এক ব্যবসায়ী সিপিআইএম সমর্থিত ব্যবসায়ী মোহনলাল দেবের উপর শনিবার রাতে প্রাণঘাতী হামলা চালায় দুষ্কৃতিকারীরা। দোকানে থাকা অবস্থাতেই উনার উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় দুষ্কৃতিকারীরা। এতে তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন তিনি। এরই প্রতিবাদে আছে সকাল থেকে সিপিআইএমের নেতৃত্বরা মানিক ভান্ডার বাজারে বিক্ষোভ সামিল হয়। পরে রাস্তা অবরোধ করে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন তারা। যদিও পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে অবরোধমুক্ত হয় রাস্তা। তবে দোষীদের গ্রেপ্তার করা না হলে আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সিপিআইএম সমর্থকরা।

মূর্তি ভাঙার দায় চাপাচ্ছে সংখ্যালঘুদের উপর ঃ উলেমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। মূর্তি ভেঙে সংখ্যালঘুদের উপর দোষ চাপিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতি খারাপ করার চেষ্টা করছে একটা চক্র বলে গুরুতর অভিযোগ করেছেন ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়েত উলেমা হিন্দের কার্যকরী কমিটির নেতৃবৃন্দ। গেদুমিয়া মসজিদে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের কার্যকরী কমিটির বর্ধিত সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলো নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন সভাপতি মাওলানা মুফতী তৈবুর রহমান।

তিনি জানান, রাজ্যের শান্তি সম্প্রতি নষ্ট করতে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। যেমন মূর্তি ভেঙে সংখ্যালঘু দের উপর দোষ চাপিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতি খারাপ করার চেষ্টা করছে একটা চক্র। সরকারকে বদনাম করে সরকাররের সঙ্গে সংখ্যা লঘুদের সুসম্পর্ক রয়েছে তা নষ্ট করে দেওয়ার যে চক্রান্তকে চলছে তা আটকাতে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

নেশার করাল গ্রাসে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। নেশার করালগ্রাসে মৃত্যু হল এক যুবকের। সদ্য পুত্রহারা পিতা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন। যুব সমাজের চাকরি নিয়ে, তাই নেশার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে তারা। এমনটাই অভিযোগ করলেন মৃতের পিতা। যুবকের নাম পীযুষ ঋষি দাস (২২)। বাড়ি রাজধানীর আড়ালিয়া এলাকায়। জানা যায়, বিগত বহুদিন ধরে নেশার করালগ্রাসে পীযুষ নিমজ্জিত ছিল। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২১ জুলাই, ২০২৫ ইং
৪ শ্রাবণ,সোমবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

ভারত বরাবরই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর। বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক গড়া ভারতের অন্যতম লক্ষ্য। সুসম্পর্ক বজায় রাখিবার মধ্য দিয়েই ভারত উন্নয়নের শিখরে পৌছিতে কৌশল গ্রহণ করিয়া থাকে। এই কৌশলকে সামনে রাখিয়াই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আবারো বিদেশ সফরে যাইবার প্রস্তুতি নিয়াছেন। আগামী ২৩ থেকে ২৬ জুলাই ব্রিটেন ও মালদ্বীপ সফরে যাইতেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর এই দ্বিদেশীয় সফরকে কূটনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইতেছে। সফরের মূল লক্ষ্য দুই দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক জোরদার করা, যাহার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি ও রাজনৈতিক আলোচনার সূত্রপাত হইবে।সফরের প্রথম পর্বে ২৩ ও ২৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী মোদি যাইবেন ব্রিটেনে। সেখানে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরিত হইবে। এই চুক্তির ফলে ভারতের ৯৯ শতাংশ রপ্তানি পণ্যের উপর থেকে শুল্ক হ্রাস পাইবে, একই সঙ্গে ব্রিটেন থেকে হুইস্কি ও গাড়ির মতো পণ্যের আমদানি সহজতর হইবে। দীর্ঘ তিন বছর ধরে চলা কঠিন আলোচনার ফলাফল এই চুক্তি। যাহার মাধ্যমে উভয় দেশের বাজারে প্রবেশাধিকারের পথ সুগম হইবে এবং একটি উন্নততর বাণিজ্য পরিবেশ সৃষ্টি হইবে বলিয়া দাবি কেন্দ্রের। ভারত-ব্রিটেন এই চুক্তি কেবল অর্থনৈতিক সম্পর্ক নয়, নিরাপত্তা সহযোগিতাকেও আরও গভীর করবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইবে এবং উভয় দেশ আরও বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের পথে এগোবে।এরপর সফরের দ্বিতীয় পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদি ২৫ ও ২৬ জুলাই মালদ্বীপে থাকিবেন। সেখানে তিনি দেশটির ৬০তম জাতীয় দিবসের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন। প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জুর শাসনকালে এটি প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রথম মালদ্বীপ সফর এবং ২০১৯ সালের জুনের পর তাঁহার প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফরও বটে। সম্প্রতি 'ইন্ডিয়া আউট' আন্দোলন ও মালদ্বীপ সরকারের চিনপন্থী অবস্থানের কারণে ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্ক কিছুটা চাপের মধ্যে ছিল। সেই প্রেক্ষিতে এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইতেছে। এই সফরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদি মালদ্বীপের সঙ্গে আস্থা পুনর্গঠন, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতিকে পুনরায় জোরদার করার চেষ্টা করিবেন।

প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু ২০২৪ সালের অক্টোবরে নির্বাচনের পর ভারত সফর করিয়া সম্পর্ক মেরামতের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। সেই পদক্ষেপেরই প্রতিফলন এবং সম্প্রসারণ ঘটবে প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সফরের মাধ্যমে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করিবার পাশাপাশি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও ভারতের কৌশলগত স্বার্থ রক্ষার দিকেও গুরুত্ব দিবে এই সফর। ভারতবর্ষের কাছে এই সফর খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ।

ওড়িশায় স্পেশাল ওটিইটি পরীক্ষা বাতিল, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ

কটক, ২০শে জুলাই : ওড়িশা টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (ওটিইটি)-২০২৫, যা রবিবার রাজ্যজুড়ে কর্মরত প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের মধ্যে ওড়িশা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (বিএসই) দ্বারা অপ্রত্যাশিতভাবে বাতিল করা হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, পরীক্ষা শুরুর মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে এটি বাতিল করা হয়, যার ফলে ৭৫,০০০ এরও বেশি পরীক্ষার্থী হতবাক ও হতাশ হয়ে পড়েছেন।

বিএসই দ্বারা জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'স্পেশাল ওটিইটি-২০২৫ (পেপার-১ এবং পেপার-২), যা ২০শে জুলাই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত করা হলো।'

বিএসই সকল কেন্দ্র সুপারিনটেনডেন্টদের কাছে একটি চিঠিও জারি করেছে, যেখানে তাদের সিল করা প্রশ্নপত্রগুলি বোর্ডের বার্তাবাহকদের হাতে তুলে দিতে অনুরোধ করা হয়েছে, যারা ২১শে জুলাইয়ের মধ্যে প্রধান কার্য্যালয়ে সেগুলি জমা দেবেন।

যদিও বিএসই পরীক্ষা বাতিলের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তবে তারা পরীক্ষা স্থগিত করার কারণ উল্লেখ করেনি।

সূত্র জানায়, প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা বাড়াতে ওয়াটারমার্কিং, কিউআর কোড, ডিজিটাল লক এবং জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেমের মতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও শনিবার সন্ধ্যা থেকে হাতে লেখা প্রশ্নপত্রের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করায় বিএসই পরীক্ষা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত হাতে লেখা প্রশ্নপত্রগুলি ছাপা প্রশ্নপত্রের মতোই ছিল বলে জানা গেছে, এবং এই বিষয়টি সম্ভবত বিএসই কর্তৃপক্ষকে পরীক্ষা স্থগিত করার বিজ্ঞপ্তি জারি করতে প্ররোচিত করেছে বলে সূত্রগুলি যোগ করেছে।

এই ঘটনা পরীক্ষার সততা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে, পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে।

রাজ্যজুড়ে স্থাপিত ১৯৩টি কেন্দ্রে ২৫,৪০৩ জন কর্মরত শিক্ষক পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, যার মধ্যে পেপার-১ এর জন্য ২৯,০০৪ জন এবং পেপার-২ এর জন্য ৪৬,৩৯৯ জন। বিএসই সভাপতি শ্রীকান্ত তারাই এবং সহ-সভাপতি নিহার রঞ্জন মোহন্তীর মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করা যায়নি।

অম্লান দত্তের সাংস্কৃতিক বিপ্লব আজও অধরা মাধুরী

স্বপনকুমার মণ্ডল

অশান্ত সমুদ্রের তলদেশে থাকে তার প্রশান্ত স্থিরতা। সেখানেই তার রত্নের অভিজাত আয়োজন। উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গবিক্ষোভ দেখে যেমন তার রত্নাকরের প্রশান্ত প্রকৃতি জেগে ওঠে না, তেমনই জনসমুদ্রের কোলাহলে মানুষের নীরবে চলা অমূল্য মনীষার পরিচয়ও আত্মগোপন করে। নীরবতা যে পরিণত মননের এর প্রকাশ, আমাদের তা অনেক সময়েই খেয়ালে 'র আসে না। শুধু তাই নয়, নীরবেও যে তীর প্রতিবাদ করা যায়, তা নিয়েও আমরা যথেষ্ট সচেতন নই, বিশ্বাসও নেই। অবশ্য যেখানে -- বিশ্বাসের অভাব, সেখানে যুক্তিও অকেজো। আবার আত্মবিশ্বাসের অভাব হলেই তার সিদ্ধান্তেও দোলাচলতা নেমে আসে। প্রতিবোধের বিনীত ভাষাই প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে, প্রতিশোধে তার উগ্র মূর্তি প্রত্যাঘাতে সক্রিয় হয়। সেক্ষেত্রে ছকবন্দি এই প্রতিবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল সরব ব্যক্তিত্বদের এই আলোর পাশে নীরবে সরব ব্যক্তিত্বের প্রভাব । সেভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে না। অথচ প্রতিরোধ প্রতিরোধ-প্রতিশোধের সোপানে না উঠেও মানুষের মণিকোঠায় উঠা যায়, নিজেকে জাহির করেও আত্মিক সংযোগে জনমানসের শ্রদ্ধা লাভ করা যায়, তার পরিচয়ও কখনও কখনও মেলে। এরকমই একজন অতুলনীয় মনীষা অম্লান দত্ত (১৭. ০৬. ১৯২৪-১৮.০২.২০১০)। বিশ শতকের গুটিকতক মনীষার অন্যতম অনন্য ব্যক্তিত্বের আলোয় তাঁর আসল পরিচয় ও মননশীল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে । রয়েছে। অথচ চিন্তাভাবনায় ও মতাদর্শে এবং যে বিশেষ করে মানবতাবাদী উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর মতো নীরব বিপ্লবীর পরিচয় নেই বললেই চলে। বিপ্লবী মানবেন্দ্র রায়ের আমূল মানবতাবাদের অনুগামী হিসাবে অম্লান দত্তের সঙ্গে শিবনারায়ণ রায়ের নাম উঠে আসে। সেখানেও শিবনারায়ণের সরব ব্যক্তিত্বের পাশে অম্লানের নীরবে সরব অস্তিত্ব বিস্ময় জাগায়, গভীরতর শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। অথচ তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর কোনোভাবে উচ্চকিত হয়নি, কোনো -বাদ-প্রতিবাদে সক্রিয় হয়ে ওঠেনি, জাগিয়ে তোলেনি ব্যক্তিত্বের রংমশাল। অথচ তাঁর হীরকদৃঢ় অবস্থান তাঁর ব্যক্তিত্বে শুধু হীরকদ্যুতি ছড়ায়নি, যুগজীবনের আলোকদিশারি হয়ে উঠেছে। আধুনিক জীবনের সবচেয়ে মহার্থ প্রাপ্তি গণতন্ত্রের ও মধ্যেই তাঁর স্বরচিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হাতছানি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। সেখানে ও তাঁর অনন্য মনীষার আলো আজও আমাদের পাথেয়, উত্তরণের বিশল্যকরণী।

অথচ তাঁকে এক নিয়ে চর্চার পরিসর তাঁর শতবর্ষেও অধরা মাধুরী। শুধু তাই নয়, তাঁর জীবিতকালেও তাঁর হার্ব পরিচয় মেঘে ঢাকা তারা। প্রথমে সে বিষয়ে আলোকপাত জরুরি মনে হয়। কেন না অভাববোধেই অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। অম্লান দত্তের পরিচিতিতে পেশাদারি মনোভাবের ছাপ স্পষ্ট। ভারতের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ। পরে চিন্তাবিদ ও লেখক জুড়ে দেওয়া হয়। এসবই তাঁর পোশাকি পরিচয়ের বহুরূপী প্রকাশ। অবিভক্ত বাংলার। কুমিল্লার শিক্ষাশোভন বনেদি পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতির কৃতী ছাত্রটি যথাসময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও সাফল্য অর্জন করে। এরপর অধ্যাপনার কর্মজীবনে একের পর এক সিঁড়ি বেয়ে ঈর্ষণীয় সফলতা তাঁকে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রেই উৎকর্ষমুখর তাব্যক্তিত্বে শ্রদ্ধেয় করে তোলে। আশুতোষ কলেজ (১৯৪৭) থেকে পরের বছর (১৯৪৮) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠ অধ্যাপক এব অচিরেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোভিসি ত (১৯৭২-১৯৭৪) পদে উন্নীত হন। তারপর জান উত্তরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৪-১৯৭৭) থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৮০ ১৯৮৪) উপাচার্য্যের পদে ছিলেন। মাঝে বছরখানেক (১৯৭৮-৭৯) তিনি বারাণসীর গান্ধীয়ান ইনস্টিটিউট অব স্টাডিজ-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। শুধু তাই নয়, আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, আর্থিক উন্নয়ন ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে দেশবিদেশে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন, পড়িয়েওছেন। আবার ১৯৭৯-তে রাষ্ট্রসংঘের সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক কমিশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই সমান পারদর্শী অম্লান দত্তের ক্ষুরধার মনীষাঋদ্ধ অসাধারণ লেখনীর পরিচয়ও অসংখ্য বইপত্রের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া তিনি আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে যৌথভাবে ইংরেজি 'Quest' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে তাঁর ভারতের অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়ে ওঠে। অন্যদিকে শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর বনেদি আভিজাত্য ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতা লাভ করে। সেদিক থেকে অম্লান দত্তের বহুমুখী প্রতিভার বহুমাত্রিক প্রকাশ স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত মনে হয়। অসংখ্য বইপত্র ও পত্রপত্রিকায় তাঁর চিন্তাভাবনার অনন্যতাই তাঁর চিন্তাবিদ লেখক পরিচিতিকে অতিরিক্ত যোগ্যতার ন্যায়। বাড়তি সংযোজন করে তুলেছে। অথচ সেখানেই তাঁর উপেক্ষিত পরিচিতি অত্যন্ত প্রকট।

অম্লান দত্তের মনীষার পরিচয় তাঁর মৌলিক চিন্তাভাবনায় ও ও স্বতন্ত্র আদর্শবোধে। পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখির মধ্যেই তা নানাভাবে উঠে এসেছে। সেখানে তাঁর নীরবে সরব চিন্তাভাবনার নিছক অগ্রণী চিন্তাবিদ বা চিন্তক অভিধায় তাঁকে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। তাতে তাঁর মননদীপ্ত লেখার আলোয় তাঁকে চেনা যায়, কিন্তু জানা যায় না। বিশ শতকের অনন্য মনীষার পরিচয়ে অম্লান দত্তের অসাধারণত্ব তাতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাঁর নির্ভীক ও অবিচলিত মনের যুক্তিনিষ্ঠ মানবতাবাদী প্রকৃতি আজীবন অটুট ছিল। শুধু তাই নয়, সেখানে তাঁর একক চলনে নাছোড় প্রকৃতিই বলে দেয় তাঁর হীরকদৃঢ় ব্যক্তিত্বের মধ্যে মহামানবের বাস। রাজনৈতিক ক্ষমতাবৃত্তে জড়িয়ে না পড়লেও তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনায় বৈপ্লবিক প্রকৃতি তাঁকে পথিকৃতের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় করে তোলে। সেখানে শুধু মাত্র অগ্রণী চিন্তাবিদ বা অগ্রণী চিন্তক বলে তাঁকে সীমাবদ্ধ করলে তাঁর আসল অস্তিত্বকেই আড়াল হয়ে যায়। তাঁর প্রবন্ধাদিই তাঁর বহুধাব্যাপ্ত মনীষার মুখপাত্র হয়ে উঠেছে। অথচ তার প্রতি বাঙালির বিমুখকতাও সমান সত্য। প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আরতি সেনের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় অম্লান দত্তের জীবিত কালেই তাঁর "প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশ (জানুয়ারি ১৯৯৩) করেন।" সম্পাদনার কথায় তাতে গৌরকিশোর অকপটে বইটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়েছেনসেকথা। কারণ অম্লানের কম গ্রন্থই এখন বাজারে পাওয়া যায়। যেহেতু অম্লানের রচনাদির প্রাসঙ্গিকতা সব সময়েই বর্তমান, কারণ তাঁর ভাবনা-চিন্তার ভিত্তিতে আছে আবেগহীন মৌল বিচার, অম্লানের রচনাদির সঙ্গে বাংলা ভাষার পাঠকের পরিচয় না থাকাটা সে হেতুই এক বড় ক্ষতি, এমন একটি অনুভবই আমাকে এবং আরতি সেনকে অম্লানের প্রবন্ধ সংকলনের কাজে এগিয়ে আসতে উৎসাহ দিয়েছে। স্বীকার করে নেওয়া ভাল অম্লান আমাদের দুজনেরই বন্ধু। কিন্তু এই প্রবন্ধ সংগ্রহ নিছক বন্ধুকৃত্য নয়, সেটা ছাপিয়ে আরও কিছু, সে সংবাদ এই সংগ্রহ থেকেই পাঠক পেয়ে যাবেন। সেদিক থেকে গৌরকিশোরের কৈফিয়তের পরতে পরতে অম্লান দত্তের লেখার প্রতি বাঙালির বিমুখতা ধরা পড়ে। অন্যদিকে অম্লান দত্তের প্রায় সমানবয়সী সুহৃদ ছিলেন গৌরকিশোর। অথচ দুজনের মতাদর্শের দুই ভিন্ন রূপ প্রকট হয়ে উঠেছে। ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার সময় গৌরকিশোর যখন তার তীব্র প্রতিবাদে মাথামুণ্ডন করে শ্রাদ্ধ করায় উগ্র হয়ে উঠেছেন, তখন অম্লান দত্ত তাঁর বিপরীতে নিরুত্তাপে থেকেছেন, ভারতের প্রকৃতিতে যে জরুরি অবস্থা অচল তা বুঝিয়ে তা থেকে বিরত হতে বলেছেন, সেই সময়টি কাজে লাগানোর কথা বলে বন্ধুদের বিয়ে করার পরামর্শ দিয়ে রসিকতাও করেছেন। এতে বন্ধুদের বিরাগভাজন হলেও নিজের সিদ্ধান্তে অবিরত অবিচল ছিলেন অম্লান। তাঁর অপ্রিয় সত্য কথনে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর প্রতি বিমুখতা নেমে এসেছে। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ নিরাবেগ ও নির্মেদ প্রবন্ধের প্রতি অনীহাও অস্বাভাবিক নয়। অথচ তিনি ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাতেও তাঁর লেখনীকে সক্রিয় রেখেছিলেন অবিরত। একের পর এক প্রবন্ধের বই বেরিয়েছে তাঁর। দেশ,আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি অভিজাত পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন। সেগুলি আবার বই হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। "গণযুগ ও গণতন্ত্র" (১৯৬৭), "প্রগতির পথ" (১৯৬৮), "সমাজ ও ইতিহাস" (১৯৭০), "পল্লী ও নগর" (১৯৭৩), "তিন দিগন্ত" (১৯৭৮), ব্যক্তি যুক্তি সমাজ (১৯৭৮), কমলা বক্তৃতা ও "অন্যান্য ভাষণ" (১৯৮৪), "গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ" (১৯৮৬), "সমাজ সংস্কৃতি স্মৃতি" (১৯৮৭), উন্নয়নের তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ (১৯৮৭), "দ্বন্দ্ব ও উত্তরণ" (১৯৮৯), শান্তির সপক্ষে (১৯৯২), "বিকল্প সমাজের সন্ধানে" (১৯৯৪), অন্য এক বিপ্লব। (১৯৯৯), "মুক্তি তোরে পেতেই হবে" (২০০২), যে কথা বলিতে চাই "২০০৯" প্রভৃতি তারই নিদর্শন। সেক্ষেত্রে তাঁকে নিছক লেখক" হিসেবে পরিচিতি প্রদানের মধ্যেই আমাদের দুর্বলতা লুকিয়ে আছে। একালে সাহিত্যিককে লেখক বলা হলেও সাহিত্যের কোনো বিশেষ শাখায় অভিহিত করতে না পেরে সামগ্রিকভাবে লেখক বলে দায় সারাটাই সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে। সেখানে অম্লান দত্তের যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যভারমুক্ত আবেগবর্জিত মননশীল চিন্তা উদ্রেকারী ভাব ও ভাষায় সম্পৃক্ত অসাধারণ প্রবন্ধগুলিও তাঁকে প্রাবন্ধিক হিসাবে সুপরিচিত দেয়নি। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি উপেক্ষিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে তাঁর লেখকসত্তাই আজ অস্বীকৃতির নামান্তর মনে হয়। অন্যদিকে অম্লান দত্তের অসাধারণ মনীষা যেভাবে তাঁর প্রবন্ধে আলো ছড়িয়েছে, সেভাবে বাঙালির মনে সাড়া মেলেনি। শুধু অর্থনীতিই নয়, তার সঙ্গে সমাজ-ইতিহাস ও রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের সম্পর্ককে সময়ের প্রেক্ষিতে নিবিড় ভাবে লেখা যুক্তিনিষ্ঠ মূল্যায়নঋদ্ধ প্রবন্ধগুলি নিছক একাডেমিক চৌহদ্দিতে আবদ্ধ থাকে না, সাধারণ্যেও আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। সেখানে আর্থিক ও আত্মিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা ও তার সমস্যাও প্রাধান্য লাভলাভ করে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে জীবনে শিল্প -সাহিত্যের ভূমিকা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর গভীর অন্বেষা পাঠকের ভাবের ঘরে কড়া নাড়ে। অন্যদিকে তাঁর প্রবন্ধের মধ্যেই তাঁর মানবতাবাদী মনের পরিচয় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মানুষের সার্বিক কল্যাণে অম্লান দত্তের মননের আলোই নতুন পথের সন্ধান দেয়, সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ দেখায়। এভাবেই তাঁর প্রজ্ঞার আলোয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা জেগে ওঠে। উনিশ শতকে সীমাবদ্ধ নবজাগরণে নিয়ে অম্লান দত্তের কোনোরকম বিরোধিতা নেই। কেন না ইতালির নবজাগরণও সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে উনিশ শতকের নবজাগরণকে স্বীকার করে নিয়ে তার মূল্যবোধের পূর্ণতা রক্ষা করার স্বার্থেই অম্লান দত্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা বলেছেন। সেখানে নগর ও পল্লির আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন জরুরি মনে হয়েছিল তাঁর। ১৯৭০ এই সমাজের প্রধান ব্যাধি হিসেবে তিনি আলস্য, দুর্নীতি আর কুসংস্কারকে চিহ্নিত করেন। সমাজে কুসংস্কারের মধ্যে অস্পৃশ্যতা, বর্ণবৈষম্য, জাতিভেদ প্রথা ও সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ অস্তিত্বের কথা ব্যক্ত করে মানবতার সংকটকে নিবিড় করে তোলেন। সেক্ষেত্রে সাম্যবাদী আন্দোলন বা সশস্ত্র বিপ্লব নয়, চাই সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সত্তরের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে তাঁর সমাজ ও ইতিহাস (১৯৭০) বইয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লবপ্রসঙ্গে। প্রবন্ধ তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ। শ্রম, বিজ্ঞান ও মানবতাবোধ, দেশ গড়বার এই মূল উপাদান। সামাজিক মুক্তির কোনো ত্বরিত ও সহজ পথ নেই। সেক্ষেত্রে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের পরে বাংলার অসমাপ্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লব জরুরি মনে করেছেন অম্লান দত্ত। সত্তরের সেই অস্থিরতা সময়ান্তরে নিঃস্ব হয়ে গেলেও সেই ব্যাধিগুলি বহাল তবিয়তে অত্যন্ত সজীব ও সক্রিয়। তার অস্তিত্ব আজও আমরা বয়ে চলেছি। অথচ অম্লান দত্তের চেতাবনি আমাদের সচেতন করেনি। অন্যদিকে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠতা তাঁকে সংকীর্ণ করেনি, বরং সব ধরনের মত ও পথের প্রতি শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে। সেখানে তাঁর গণতান্ত্রিক উদারতা বিস্ময়কর। মনন ও হৃদয়ের সহাবস্থানে সমস্যাপীড়িত মানুষের পরস্পর বিরোধী মতকেও তিনি সমান গুরুত্বই দেননি, সত্য বলে স্বীকার করছেন। অবশ্য দ্বন্দ্বকে মেনে নিলেও তার বৈরিতাকে প্রশ্রয় দেননি। সেখানে বিরোধী মানেই শত্রু নয়। সেক্ষেত্রে সংকট থেকে উত্তরণের সুনির্দিষ্ট কোনো পথ নেই, বিভিন্নমুখী পথেই তার সুরাহা নিজেদেরই আবিষ্কার করে মানুষ এগিয়ে চলে। আসলে অম্লানের যৌক্তিক পরম্পরার মধ্যেই যেমন অসাধারণ বিশ্লেষণ বর্তমান, তেমনি সার্বিক গণতান্ত্রিক চেতনার সংশ্লেষণও সক্রিয়। স্বাভাবিক বেই উগ্র ধর্মান্ধতা থেকে সক্রিয় রাজনীতির প্রকট একদেশদর্শী চেতনায় তাঁর মতো যুক্তিনিষ্ঠ অথচ মুক্তমনা মনীষীর প্রতি বিমুখতা নেমে এসেছে। অথচ তারপরেও তাঁর সফলতা ঠুনকো হয়ে পড়েনি। তাঁর উপরে রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, মানবেন্দ্রনাথ রায়, বার্ট্রান্ড রাসেল, বিনয়কুমার সরকার, আম্বেদকর প্রমুখের প্রভাব বর্তমান। তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁর লেখনীতে ঝরে পড়েছে। অন্যদিকে তাঁর সল্টলেকের ফ্ল্যাটে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির পাশে আরও একটি ছবি রেখেছিলেন। সেটি মুহম্মদ শহীদুল্লাহের। তাঁর মতে, মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতো সরল ও অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি বিরল। অথচ ধর্ম ও সামাজিকতা ত্যাগ না করে শহীদুল্লাহ ধর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ে বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে আপন করে নিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে পীরের মতো শ্রদ্ধা করতেন। অম্লান দত্তের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। তিনিও মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তাঁর ফ্ল্যাট যে মেয়েটি ঘরকন্নার কাজ করে দিয়ে যেত তার নাম জোরা, ধর্মে মুসলিম। তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনযাপনও ছিল সরল, সাদাসিধে। সাধারণের সঙ্গে সহজে মিশতেন। নীরবে নিভৃতচারী হয়েও অম্লান দত্ত তাঁর আমূল মানবতাবাদের ব্রতে সক্রিয় ছিলেন আজীবন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে তসলিমা নাসরিনকে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছেন তিনি। তার জন্য তাঁকে অশ্রদ্ধার শিকার হতে হয়নি। এতটাই তাঁর প্রতি মান্যতাবোধ বাঙালির, ভাবা যায়। সেক্ষেত্রে তাঁর মতাদর্শের প্রতি বিমুখ হলেও বাঙালি তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে দ্বিধা করেনি, বরং বিশ শতকের দুই বাংলার মনীষীর গৌরবে আপন করে নিয়েছে দ্বিধাহীন চিত্তে। অথচ শতবর্ষ পরেও তাঁর প্রতি বিস্ময়কর বিমুখতা লক্ষ করা যায়। **(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)**

নগুগি ও ক্যালিবানের উত্তরপুরুষ

অমল চক্রবর্তী

কেনিয়ার লেখক ও চিন্তক নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ববিশ্বে নিজেই একটি ঘরানা। ২৮ মে বুধবার পশ্চিমা সাহিত্যতত্ত্ব ও মতাদর্শের একচেটিয়া দাপটের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী সাহিত্যবোদ্ধার নশ্বর জীবনের অবসান হলো। আফ্রিকাকে বর্ণবাদী দৃষ্টিতে খাটো করে দেখানো সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়ে যারা উত্তর- ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের জন্ম দিয়েছিলেনতাদের মধ্যে নগুগির অবদান সবার আগে। অবশ্যই তার সাথে নাম উঠে আসে নাইজেরিয়ার লেখক চিনুয়া আচেবে, ওলে সোয়েংকার নাম। নগুগি উপন্যাস ও নাটকের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী চিন্তা-কাঠামোকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন এক আত্মপরিচয় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

তিনি স্বনামখ্যাত প্রফেসর ছিলেন, পড়িয়েছেন নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়সহ আফ্রিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত হওয়ার পরে ইয়েল ইউনিভার্সিটি ও নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। পেশাগত জীবনকে তিনি ব্যবহার করেছেন সাহিত্যিক কার্য্যক্রমের প্লাটফর্ম হিসেবে। এই কারণেই উত্তর- ঔপনিবেশিক সাহিত্য আলোচনায় এডওয়ার্ড সাঈদ, ফ্রানৎস ফানোঁ, হোমি ভাবার পাশাপাশি তার নামটাও সবার আগে উঠে আসে।

আফ্রিকার মানুষের ভাষা ও আত্মপরিচয় নির্মাণকে তিনি একসূত্রে গেঁথেছেন। এই কারণে উত্তর-ঔপনিবেশিক যেকোনো আলোচনায় তার নাম অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। পশ্চিমা দখলদার গোষ্ঠী যে শুধু জমি দখল করেই ক্ষান্ত দেয়নি, ভাষা ও চিন্তাকেও সেই প্রকল্পে কাজে লাগিয়েছে তা এডওয়ার্ড সাঈদ অনেক আগেই তার "ওরিয়েন্টালিজম" গ্রন্থে জোরালোভাবে প্রমাণ করেছিলেন। আফ্রিকার ভাষা ও মানুষ উভয়কে 'আদার' বিবেচনা করে পদানত করতে চেয়েছিল পশ্চিমারা। সেই ১৮৮৪ সালে বার্লিন কনফারেন্সেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৈতৃক জমি ভাগ-বাটোয়ারার মতো মানচিত্রে কাটাকুটি করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল আফ্রিকার বিশাল সম্পদ ও ভূমি। বাদ থাকেনি মুখের ভাষাও। সেই উপনিবেশিক শক্তির চিন্তা, চেতনা এবং কর্তৃত্ববাদী শিক্ষা আফ্রিকার মানুষদের ক্রীতদাস করে রেখেছে। নগুগি 'ডিকলোনাজিং অব মাইন্ড' গ্রন্থে সেই উপনিবেশিক ভাষা ও চিন্তাকে আক্রমণ করেছেন জোরালো যুক্তিতে। যেমনটা দেখি ক্যালিবানের ভাষায় শেক্সপিয়ারের 'দ্য টেম্পেস্ট' নাটকে। জাদুকর প্রসপেরোর জাদুতে বন্দি ও ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে পরাভূত ক্যালিবান প্রসপেরোর উদ্দেশ্যে বলেছিল, 'তুমি আমাকে তোমার ভাষা শিখিয়েছ, আমি এখন এই ভাষা দিয়ে তোমাকে গালি দেব'। এটিই ভাষাভিত্তিক দ্রোহের আগুন।

অনেকটা ক্যালিবানের মতো আফ্রিকার লেখকেরাও ইংরেজিকে এমন করে ব্যবহার করতে চান, যেন এতে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা চলে। কবি নজরুল যেমনটা বলছেন, 'এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল'। ঔপনিবেশিক প্রভু শুধু চাবুক দিয়ে শাসন করেএই কথা আংশিক সত্য; তার চেয়ে বেশি সত্য ঔপনিবেশিক ধারণা ও জ্ঞানপ্রকল্প মস্তিষ্কের গভীরে প্রোথিত থাকে। চাবুকের শব্দ একসময় শাসিতের কাছে সংগীতের সুধা মনে হয়; আর খাঁচার পাখি একসময় স্বেচ্ছায় খাঁচাকে আকাশের বিকল্প হিসাবে ভাবতে শুরু করে। নগুগি ঠিক একারণেই ইংরেজি আর ইউরোপীয় ভাষার ঔপনিবেশিকতা থেকে আফ্রিকার সাহিত্যকে আলাদা করতে চেয়েছিলেন। উগান্ডার মাকেরেরে শহরে ইংরেজিতে যারা লেখালেখি করে নাম করেছেন সেই আফ্রিকান সাহিত্যকদের এক সম্মেলন হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। যেখানে 'থিংস ফল এপার্ট' লিখে মেট্রোপলিটন কেন্দ্রে সাড়া জাগানো চিনুয়া আচেবে আশাবাদ রেখেছিলেন, "ইংরেজিতেই আফ্রিকানদের মনের কথা বলবেন, আমার অন্য কোনো উপায় নেই। আমাকে এই ভাষাটি দেয়া হয়েছে এবং আমি তা ব্যবহার করতে চাই।" সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তরুণ নগুগি। তিনি আচেবের এই আশাবাদের ভাগীদার হলেন না। নিজেদের স্থানীয় ভাষা, আফ্রিকার পুরাণ এবং প্রবাদ এড়িয়ে ঔপনিবেশিক ভাষায় সাহিত্য লিখবেন আফ্রিকার লেখকেরা এটা তিনি মেনে নিতে পারলেন না। তার সোজাসাপ্টা কথা, "যদি ইউরোপীয় কালজয়ী লেখকরা নিজেদের ভাষায় শ্রেষ্ঠ লেখাগুলো লিখতে পারেন তবে আফ্রিকানরা কেন তা পারবেন না?" "কীভাবে আমরা অন্য মানুষদের, অন্য সময়ের এবং অন্য স্থানের সমৃদ্ধ মানবিক ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে ব্যবহার করতে পারি নিজেদের সমৃদ্ধ করার জন্যে?আর কেন আমরা আমাদের নিজেদের ভাষায় সাহিত্যকীর্তি তৈরি করছি না?" নিছক যোগাযোগের মাধ্যম নয়, ভাষাকে নগুগি দেখেছেন প্রতিরোধ আর প্রতিবাদের পথ হিসেবে। "ভাষা শব্দ দিয়ে তৈরি নিছক কিছু নয়। তাৎক্ষণিক ও আভিধানিক অর্থ ছাড়াও এর রয়েছে ইঙ্গিত দেয়ার ক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক অভিপ্রায়।আর এরপর আমি বিদ্যালয়ে গেলাম, যেটা ছিল একটি ঔপনিবেশিক বিদ্যালয় আর তখনই এসব ঐকতান ভেঙে গেল। আমার শিক্ষার ভাষা আর আমার সংস্কৃতির ভাষা এক থাকলো না।" এই কারণেই তিনি ইংরেজিতে প্রচুর লিখলেও নিজ ভাষা 'গিকুয়ু'-তে সমানভাবেই শেষপর্যন্ত লিখেছেন। প্রমাণ করেছেন পশ্চিমারা ভাষাকে কীভাবে অত্যাচারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, আর কীভাবে দারিদ্র্য-শাসিত আফ্রিকানরা ক্রমশ নিজ ভূমে পরবাসী হয়ে যায়। আরেক মহারথী ভি. এস. নাইপলের উদাহরণ এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, তার উপন্যাসে উঠে এসেছে কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় অভিবাসীদের চিন্তায় বন্ধ্যাত্ব এনে দিয়েছে। পশ্চিমা ভাষা আগ্রাসনের প্রতিচ্ছবি উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যে সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে, সেটা নাইপল হোক কিংবা অমিতাভ ঘোষের উপন্যাস হোক। 'থিংস ফল এপার্ট' উপন্যাসে আচেবে যেমনটা দেখিয়েছেন পশ্চিমা শাসকরা আসে বাইবেল নিয়ে আর আফ্রিকানরা সেই ডিসকোর্স আর শিক্ষায় সর্বশান্ত হয়ে একসময় নিজের ভাষা, লোকাচার আর জমি সবকিছুই থেকে ওকোনকোর মতো উৎখাত হয়, তাদের হাতে থাকে কেবল বাইবেল। নগুগির স্পষ্ট কথা এই ভাষাভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ না করতে পারলে প্রকৃত স্বাধীনতা কোনোদিন অর্জিত হবে না। একথা বর্তমান আফ্রিকার প্রেক্ষিতে শুধু নয়, পুরো পৃথিবীর প্রেক্ষিতেই নতুন নিও-লিবারেল তত্ত্বের ফাঁকিঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, চিন্তার আর মননের দাসত্বে বাস করে সত্যিকারের স্বাধীনতা 'সোনার পাথরবাটি' মাত্র। প্রায় দুইশত বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা ভাষা ও সাহিত্যের দাপট এখন আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। তৃতীয় বিশ্বের প্রাক্তন কলোনিগুলো এখন প্রতিরোধ ভুলে গিয়ে আরো বেশি আত্মপরিচয় বিসর্জন দিতে ব্যস্ত। ঠিক যেন হাঁস ও শজারুর মিশ্রণে "হাঁসজারু"। ক্যালিবানের সেই প্রবল প্রতিশোধের আগুন যেন অনেকটাই ফিকে হয়ে যাচ্ছে। একটি দীর্ঘ সৃজনশীল জীবনে নগুগি বারবার সেই প্রতিরোধী বয়ানের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তার দৈহিক মৃত্যুর পরেও সেই বয়ান জারি থাকবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক গুরু পূর্ণিমা উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়।

মনিপুরের জিরিবামে ৭৬ কোটি টাকার হেরোইন-মেথ উদ্ধার

ইম্ফল, ২০শে জুলাই : অসম রাইফেলস, মনিপুর পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর একটি যৌথ অভিযানে মনিপুরের জিরিবাম জেলায় বরাক নদীতে একটি নৌকা থেকে প্রায় ৭৬ কোটি টাকা মূল্যের ৬১৬টি সাবান কেস হেরোইন এবং পঞ্চাশ হাজার মেথামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। এই বড় মাদকবিরোধী অভিযানে আসামের শিলচরের একজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, যৌথ দলটি জিরিবাম এবং ফেজারওয়াল জেলার সীমানায় চৌধুরীখাল এবং সাভোম্ফাইয়ের মধ্যে বরাক নদীতে নৌকা টহল দিচ্ছিল। এ সময় একটি নৌকা দেখা যায় এবং চ্যালেঞ্জ করা হলে চালক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ধাওয়া করার পর নৌকাটি জব্দ করা হয়, যার ফলে নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আসামের শিলচরের একজন বাসিন্দাকেও আটক করা হয়েছে। অসম রাইফেলস এই অঞ্চলে মাদকবিরোধী অভিযানে অগ্রভাগে রয়েছে, নিয়মিত অভিযান চালিয়ে মাদক নেটওয়ার্কগুলিকে ভেঙে দিচ্ছে। এই সাম্প্রতিকতম জব্দ করা সামগ্রী সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বৃহত্তম এবং মাদক চোরাচালান মোকাবিলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

মনিপুর পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী গত দুই দিনে একাধিক গ্রেপ্তার এবং উল্লেখযোগ্য পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান জোরদার করেছে।

গত ১৯শে জুলাই পুলিশ ইম্ফল পশ্চিম জেলার সিটি পুলিশ থানার অন্তর্গত কাংলা পাত, জিএম হলের কাছে নিষিদ্ধ সংগঠন ইউপিপিকে-এর একজন সক্রিয় সদস্য ইউমনাম প্রেম মেইতেই ওরফে থাওয়াই (২৩)-কে গ্রেপ্তার করেছে। সে কাচিং জেলার লাংমেইডং লাই মানাই নয়া বাজার, ওয়াইখং-পিএস-এর বাসিন্দা। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন এবং একটি ওয়ালেট উদ্ধার করা হয়েছে।

একই দিনে, প্রেপাক-এর একজন সক্রিয় সদস্য মায়াংলামবাম সুন্দর মেইতেই ওরফে লাইবা (৩৮)-কে ইম্ফল পূর্ব জেলার লামলাই থানার অন্তর্গত তার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য একটি অভিযানে, আরপিএফ/পিএলএ-এর একজন ক্যাডার মুতুম নরিন মেইতেই (৩৩)-কে ইম্ফল পূর্ব জেলার নংরেন মামাং লেইকাইয়ের বাসিন্দা লামলাই থানার অন্তর্গত ন্যাপেট গ্রাম থেকে আটক করা হয়েছে।

গত ১৮ই জুলাই নিরাপত্তা বাহিনী সিটি পুলিশ থানার অন্তর্গত ইম্ফল পশ্চিম জেলার পাওনা বাজার, পোলো গ্রাউন্ডের পার্কিং এলাকা থেকে কেসিপি (পিডব্লিউজি)-এর একজন সক্রিয় সদস্য নানাও ওরফে ববয় (৪৩)-কে গ্রেপ্তার করেছে।

সে ননি জেলার লাংখং গ্রামের বাসিন্দা। সে উপত্যকার দোকানগুলিতে চাঁদাবাজির কার্যকলাপে জড়িত ছিল এবং ভয়ভীতি এবং কঙ্গারও আদালতের মাধ্যমে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধে দলগুলির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করত বলে জানা গেছে। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল হ্যান্ডসেট, ৭০ টাকা সহ একটি বাদামী রঙের ওয়ালেট এবং একটি আধার কার্ড জব্দ করা হয়েছে।

এদিকে, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় তল্লাশি অভিযান ও এলাকা দখল অব্যাহত রয়েছে। ১৯শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে এমনই একটি অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনী চুরাচাঁদপুর জেলার চুরাচাঁদপুর পুলিশ থানার অন্তর্গত লামজাং গ্রাম থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে।

উদ্ধারকৃত সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে একটি .৩০৩ রাইফেল খালি ম্যাগাজিন সহ, একটি দেশীয় তৈরি .৩২ পিস্তল খালি ম্যাগাজিন সহ, একটি দেশীয় তৈরি সিঙ্গেল-ব্যারেল রাইফেল, দুটি ইম্প্রোভাইজড মর্টার (পাম্পি), একটি ইম্প্রোভাইজড রকেট বোমা, ১০টি ইম্প্রোভাইজড রাউন্ড (পাম্পি), তিনটি ইম্প্রোভাইজড হ্যান্ড গ্রেনেড, ২১টি টিয়ার স্মোক শেল, চারটি ৩৮মিমি দাঙ্গা-বিরোধী রাবার বুলেট, দুটি বুলেটপ্রুফ প্লেট, ছয়টি ট্যাকটিক্যাল ভেস্ট, পাঁচটি কার্তুজ বেল্ট (১২ বোর), চারটি বাওফেং ওয়্যারলেস সেট, ছয়টি ওয়্যারলেস চার্জার, তিনটি বাওফেং ওয়্যারলেস ইয়ারপিস এবং একটি পিস্তল পাউচ।

আসামে মাদকবিরোধী অভিযান: কাছাড়ে ৬ কোটি টাকার বেশি হেরোইন জব্দ, গ্রেফতার ২

গুয়াহাটি, ২০শে জুলাই : আসামের কাছাড় জেলায় ৬ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের হেরোইনসহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে আসাম পুলিশ। এই তথ্য জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

শনিবার সন্ধ্যায় এক এক্স (আগের টুইটার) পোস্টে শর্মা বলেন, 'বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ঢোলাই থানার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম এলাকায় গত্বখত্বস্তন্দ্ধদ্রন্থত্বত্র দ্বারা একটি মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়।' তিনি জানান, এই অভিযানে ১.২২ কেজি হেরোইন জব্দ করা হয়েছে, যার বাজারমূল্য ৬.২২ কোটি টাকা। শর্মা আরও যোগ করেন, 'এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এর আগে, গত ৪ঠা জুলাই গভীর রাতে দক্ষিণ সালমারা-মানকাচরের কুরালভাঙা পার্ট-২ গ্রামে একটি বড় মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়, যেখানে পুলিশ ২৫ বছর বয়সী এক যুবককে গ্রেপ্তার করে এবং বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ফার্মাসিউটিক্যাল ক্যাপসুল জব্দ করে। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, কালাপানি আউটপোস্টের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং এসআই(পি) বিকাশ কুমার রায়, এএসআই রঞ্জিত কুমার বর্মণ এবং এএসআই মহিবুল হক সহ একটি দল রাত ৮:৪৫ নাগাদ গ্রামে অভিযান চালায়। ঘটনাস্থল থেকে মোমিরুল মোল্লা নামে ওই এলাকার এক বাসিন্দাকে আটক করা হয়।

এদিকে, আসামের গৌরীপুর পুলিশ অবৈধ মাদকদ্রব্য বিরোধী লড়াইয়ে একটি বড় সাফল্যের ঘোষণা করেছে। খুদিমারি পার্ট-১ গ্রামে অভিযান চালিয়ে দুই সন্দেহভাজন মাদক সরবরাহকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

একটি গোপন তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করে, পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দা সমর শর্মার বাড়িতে অভিযান চালায় এবং সন্দেহজনক জিনিসের একটি বড় ভাণ্ডার উদ্ধার করে। জব্দ করা জিনিসের মধ্যে একটি এয়ারগান, ৫.৫৬ মিমি গোলাবারুদের একটি ধারক, পাখি মারার জন্য ব্যবহৃত 'মাউজার-সদৃশ' একটি পিস্তল এবং অবৈধ যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত তিনটি মোবাইল ফোন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই অভিযানের সাথে জড়িত খুদিমারির সমর শর্মা এবং ঝাগড়াপার এলাকার সুরাজ প্রসাদকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, তারা এই অঞ্চলে মাদক বিতরণের সাথে জড়িত।

অভিযুক্ত দুজনকে হেফাজতে নিয়ে গৌরীপুর থানায় আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে মাদক নেটওয়ার্কের পূর্ণ পরিধি নির্ধারণের জন্য একটি গভীর তদন্ত বর্তমানে চলছে।

সুষ্মিতা দেবের হিমন্তকে চ্যালেঞ্জ প্রকৃত অসমীয়া হলে উচ্চ আসাম থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন

জোরহাট, ২০শে জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সুষ্মিতা দেব অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে তাঁর নিজ কেন্দ্র জালুকবাড়ির পরিবর্তে আসন্ন নির্বাচনে ডিব্রুগড়, জোরহাট বা তিনসুকিয়া থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

শ্রীভূমি জেলাশাসকের কার্যালয়ে সফরের সময় দেব বলেন, 'যদি তিনি এই জায়গাগুলি থেকে জয়লাভ করেন, তাহলে আমরা তাকে একজন প্রকৃত অসমীয়া হিসেবে মেনে নেব।'

তিনি বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এক দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও অসমে অবৈধ বিদেশিদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থতার অভিযোগও এনেছেন।

তিনি অভিযোগ করেন, '২০২৬ সালের নির্বাচনের মাত্র ছয় মাস বাকি থাকতে মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ করে এই বিষয়টি স্মরণ করছেন। সত্য হলো, তিনি নিজের জমি হারাচ্ছেন এবং সে কারণেই তিনি উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে দরিদ্রদের লক্ষ্য করছেন।'

সাংসদ সুষ্মিতার এই মন্তব্য এসেছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদিন পর, যিনি অসমে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কে ভাষিক সম্প্রদায়গুলিকে লক্ষ্য করে বিভেদ সৃষ্টিকারী এজেন্ডা ছড়ানোর অভিযোগ করেছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে চাওয়া নাগরিকদের, যারা সমস্ত ভাষা ও ধর্মকে সম্মান করেন, তাদের মাতৃভাষা ধরে রাখার জন্য নির্যাতনের হুমকি দেওয়া বৈষম্যমূলক এবং অসাংবিধানিক।'

এদিকে, অসম বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ড. নোমাল মোমিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি মমতার বিরুদ্ধে 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের' স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সহাবস্থানের পক্ষে ওকালতি করে বাংলা, অসম এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বকে একটি 'ইসলামিক রাষ্ট্রে' পরিণত করার চেষ্টার অভিযোগ করেছেন।

মমতার মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মোমিন বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয়, এবং একজন অসমীয়াও এটি মেনে নেবে না। তিনি অসমীয়া জনগণের সাথে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সহাবস্থান চান, যা কোনো মূল্যেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

১৯শে জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসমে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কে ভাষিক সম্প্রদায়গুলিকে লক্ষ্য করে বিভেদ সৃষ্টিকারী এজেন্ডা ছড়ানোর অভিযোগ করার পর এই কড়া মন্তব্যগুলি আসে। বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে চাওয়া নাগরিকদের, যারা সমস্ত ভাষা ও ধর্মকে সম্মান করেন, তাদের মাতৃভাষা ধরে রাখার জন্য নির্যাতনের হুমকি দেওয়া বৈষম্যমূলক এবং অসাংবিধানিক।'

মোমিন আরও এগিয়ে অভিযোগ করেন যে বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কখনোই হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতি ছিল না' এবং তিনি ধারাবাহিকভাবে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। তিনি দাবি করেন, 'তিনি একজন অর্ধ-হিন্দু, যে কারণে তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে এমন মন্তব্য করছেন। অসমে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের সহাবস্থানের পক্ষে ওকালতি করে তিনি কী প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন? তিনি স্পষ্টতই বাংলাকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র বানাতে চান।'

তিনি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তার নিজের রাজ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের অবহেলার অভিযোগও করেন। মোমিন যোগ করেন, 'পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা অনেক কষ্ট পাচ্ছে। অসমের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য না করে তার নিজের রাজ্যে হিন্দুদের সুরক্ষায় মনোযোগ দেওয়া উচিত।'

হিমাচল প্রদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় বহু-ক্ষেত্রীয় দল গঠনের নির্দেশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২০শে জুলাই, ২০২৫: হিমাচল প্রদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা ও ঘনত্বের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ একটি বহু-ক্ষেত্রীয় কেন্দ্রীয় দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্যোগের সময়ে কোনো বৈষম্য ছাড়াই রাজ্যগুলির পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে লক্ষ্য করা গেছে যে, হিমাচল প্রদেশে মেঘভাঙা বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, ভূমিধস এবং প্রবল বৃষ্টির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে ব্যাপক প্রাণহানি, পরিকাঠামোর ক্ষতি, জীবিকা ধ্বংস এবং পরিবেশগত অবক্ষয় ঘটেছে।

এই পর্যবেক্ষণ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ অবিলম্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ), সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিবিআরআই) রুরকি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেটিওরোলজি (আইআইটিএম) পুনে, ভূতত্ত্ববিদ এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) ইন্দোরের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি বহু-ক্ষেত্রীয় কেন্দ্রীয় দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়াও, ২০২৫ সালের দক্ষিণ-পশ্চিম বর্ষাকালে হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন অংশে বন্যা, আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই তাদের স্মারকলিপির অপেক্ষা না করে, ক্ষয়ক্ষতির প্রথম হাতে মূল্যায়ন করার জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় দল (আইএমসিটি) মোতায়েন করেছে। এই আইএমসিটি ১৮-২১ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো পরিদর্শন করছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্যোগের সময়ে কোনো বৈষম্য ছাড়াই রাজ্যগুলির পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে। এই লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি ২০২৩ সালের বন্যা, ভূমিধস এবং মেঘভাঙা বৃষ্টির মতো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের জন্য হিমাচল প্রদেশকে ২০২৬.৪০ কোটি টাকার ব্যয় অনুমোদন করেছে এবং গত ৭ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে ৪৫১.৪৪ কোটি টাকার প্রথম কিস্তিও প্রকাশ করেছে।

এছাড়াও, রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই গত ১৮ই জুন, ২০২৫ তারিখে হিমাচল প্রদেশকে রাজ্য দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া তহবিল (এসডিআরএফ) থেকে কেন্দ্রীয় অংশের প্রথম কিস্তি হিসাবে ১৯৮.৮০ কোটি টাকা ত্রাণ ব্যবস্থার জন্য প্রকাশ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার হিমাচল প্রদেশ সহ সকল রাজ্যকে প্রয়োজনীয় জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী (এনডিআরএফ) দল, সেনাবাহিনী দল এবং বিমান বাহিনীর সহায়তা সহ সমস্ত লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করেছে। বর্তমানে উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযানের জন্য রাজ্যে মোট ১৩টি এনডিআরএফ দল মোতায়েন করা হয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশে বর্ষার তাণ্ডব: ১৫ জনের মৃত্যু, ৩৬,০০০ এর বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; মুখ্যমন্ত্রী ও ইটাগর মেয়রের সতর্কতা

ইটানগর, ২০শে জুলাই: জুন মাস থেকে শুরু হওয়া অবিরাম বর্ষণে অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, যার ফলে রাজ্যজুড়ে ভূমিধস ও আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে। নিম্ন সিয়াং জেলায় ভারী বৃষ্টির কারণে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং সিজি, ইয়েট ও গারু গ্রামের কাছে ভূমিধসের খবর পাওয়া গেছে। আলো-লিকাওবালি সড়ক, যা পশ্চিম সিয়াং, লেপারাডা, শি-ইয়োমি এবং আপার সুবানসিরি জেলার জন্য ''লাইফলাইন'' হিসেবে বিবেচিত, সেটিও এখনও বন্ধ রয়েছে।

এর আগে, চীন সীমান্তবর্তী অঞ্জাও জেলা প্রায় ২০ দিন ধরে বিচ্ছিন্ন ছিল, পরে প্রশাসনের প্রচেষ্টায় সড়ক যোগাযোগ পুনরুদ্ধার করা হয়। কেই পানিয়র জেলায়, পাহাড় ধসে এক দিন ধরে হাইওয়েতে যান চলাচল ব্যাহত ছিল, যখন নিম্ন সুবানসিরির সদর দফতর জিরোতে বন্যা দেখা দেয়, যার ফলে ধানের ক্ষেত ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়।

কর্মকর্তারা বাসিন্দাদের নতুন ভূমিধসের ঝুঁকির কারণে রাতে ভ্রমণ এড়াতে অনুরোধ করেছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রবল বৃষ্টিতে কমপক্ষে ১৫ জনের প্রাণহানি হয়েছে এবং অসংখ্য পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যার ফলে ২৬টি জেলায় ৩৬,০০০ এরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পূর্ব কামেং এবং আপার সুবানসিরি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মধ্যে রয়েছে এবং রাজ্য বর্তমানে উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন এবং সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেককে ৪ লাখ টাকা করে এক্স-গ্রেশিয়া প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে চালানো হচ্ছে। খান্ডু এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমি নিহত আত্মার চিরশান্তি এবং শোকাহত পরিবারগুলির শক্তি কামনা করি,' এবং জেলা প্রশাসনকে ২৪/৭ সতর্ক থাকতে এবং সময় মতো সহায়তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজধানীতে, ইটানগর পৌর কর্পোরেশন (আইএমসি)-এর মেয়র টাম্মে ফাসং, নদী এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার কাছাকাছি বসবাসকারী লোকজনকে ভারী বৃষ্টির সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি যোগ করেন যে আইএমসি, ইটানগর, নাহারলাগুন, নির্জুলি এবং বান্দেরদেওয়া কভারকারী ২০টি ওয়ার্ডের কর্পোরেটরদের সাথে উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে এবং বর্ষার তাণ্ডব মোকাবিলায় ব্যাপক প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীই মার্কিন প্রেসিডেন্টকে উত্তর দিতে পারেন মোদীর নীরবতা ভাঙার দাবি গগৈয়ের

নয়াদিল্লি, ২০শে জুলাই : আসন্ন বর্ষা অধিবেশনে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে প্রতিরক্ষা চ্যালেঞ্জ, বিদেশ নীতির উত্তেজনা এবং নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা নিয়ে উদ্বেগ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে সংসদে সরাসরি জবাবদিহিতার দাবি জানিয়েছেন।

অধিবেশন শুরুর একদিন আগে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় গগৈ বলেন, পাহেলগাম সন্ত্রাসী হামলা, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করতে প্রধানমন্ত্রীর সংসদে উপস্থিতি অপরিহার্য।

গগৈ বলেন, 'বর্ষা অধিবেশনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করা হবে, এবং এই কারণেই আমাদের আগের চেয়েও বেশি আশা রয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী মোদী সংসদের মাধ্যমে দেশবাসীকে সম্বোধন করবেন।' তিনি ২২শে এপ্রিলের পাহেলগাম হামলা এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরের মন্তব্যকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন যে এই বিষয়গুলি এখনও সরকারের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যার অপেক্ষায় রয়েছে।

লোকসভায় কংগ্রেসের উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী গগৈ যুক্তি দেন যে মোদীকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মন্তব্যেরও জবাব দিতে হবে, যেখানে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতিতে আমেরিকান ভূমিকার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'আজ মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে যে বিবৃতি আসছে, তা কোনো না কোনোভাবে ভারতের মর্যাদা, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের উত্তর কেবল প্রধানমন্ত্রীই দিতে পারেন।'

কংগ্রেস সাংসদ নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতার অভাব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন, বিশেষত বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিষয়ে এবং এটি অন্যান্য রাজ্যেও প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়ে। তিনি বলেন, 'আজ ভোটাধিকার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠছে,' নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক দলগুলির সাথে আলোচনা এড়িয়ে চলার অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, 'সরকারের প্রধান হিসাবে, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব হল সংসদে তার সরকারের অবস্থান তুলে ধরা।'

জাতীয় নিরাপত্তা প্রসঙ্গে গগৈ চীনের, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশকে জড়িত করে ভারতের সীমান্তে একটি সম্ভাব্য 'দুই-মুখী অক্ষের' উত্থানের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তারা পরিস্থিতিকে সংবেদনশীল বলে চিহ্নিত করেছেন এবং সতর্ক করেছেন যে সরকারকে তার অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। প্রতিরক্ষা, বিদেশ নীতি এবং নির্বাচনী সততার কথা উল্লেখ করে গগৈ বলেন, 'এই তিনটি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সংসদে এসে তার মতামত তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।'

গগৈ মণিপুরের চলমান সংকট মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকারও সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে অতীতে দ্রুত শান্তি ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও, প্রায় আড়াই বছর পরেও রাজ্যে সহিংসতা ও অস্থিরতা অব্যাহত রয়েছে। গগৈ মন্তব্য করেন, 'প্রধানমন্ত্রী ছোট ছোট দেশে যান।

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা গণঅধিকার মঞ্চের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

থালার আকারের সঙ্গে স্বাস্থ্যের কী সম্পর্ক?

গত কয়েক বছরে অনেক ক্ষেত্রেই খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন এসেছে খাবার পরিবেশনের বিষয়েও।

পাশাপাশি থালায় পরিবেশন করা খাবারের পরিমাণেও বদল এসেছে। গত কয়েক বছরে পরিবেশন করা খাবারের গড় পরিমাণ বেড়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এটা ঠিক যে কে কতটা খাবার খান, সেটা তাদের জানা। কিন্তু বাস্তবে আহারের সময় তিনি কতটা "কনজিউম" করছেন বা খাচ্ছেন , তা বেশ কয়েকটা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এর মধ্যে একটা হলো—— আমরা যে থালায় বা প্লেটে খাবার খাচ্ছি সেটা কতটা বড়।

এছাড়াও, খেতে বসে আমাদের কতটা খাবার পরিবেশন করা হলো তার ওপরেও আহারের পরিমাণ নির্ভর করে।

গবেষকদের অনেকেই এই বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা বেশি পরিমাণে খাবার খেয়ে ফেলি এবং স্বাস্থ্যের ওপর এর কী প্রভাব পড়তে পারে?

কেন অতিরিক্ত খাবার খেয়ে ফেলি আমরা?

এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের "অ্যাপেটাইট কন্ট্রোল অ্যান্ড এনার্জি ব্যালেন্স" (ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ ও শক্তি ভারসাম্য) বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক জেমস স্টাবস।

তার কথায়, 'মানুষ যখন প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত আহার করেন, তখন তাদের মধ্যে খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত এমন অভ্যাস তৈরির ঝুঁকি থাকে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই জাতীয় খাবার বেশি পরিমাণে খেলে তার প্রভাব খারাপ হতে পারে।'

অতিরিক্ত পরিমাণে আহারের নেপথ্যে ঠিক কী কী কারণ তা এখনো স্পষ্ট নয়। কিন্তু আকর্ষণীয় মার্কেটিং, লোভনীয় অফার, প্রি-প্যাকেটজাত খাবারের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতাই এর কারণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এছাড়া রেস্টুরেন্টের "ভ্যালু ফর মানি" (দামের অনুপাতে বিক্রি করা খাবার) খাবারের অফার এবং বড় প্লেটে খাবার পরিবেশনের কারণেও আমরা অনেক সময় বেশি আহার করে ফেলি।

ব্রিটিশ ডায়েটিক অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র ও রন্ধন বিশেষজ্ঞ ক্লেয়ার থর্নটন-উড বলেন, '১৯৭০-এর দশকে একটা প্লেট গড়ে ২২ সেন্টিমিটার হতো। এখন তা বেড়ে ২৮ সেন্টিমিটার হয়েছে। তার মানে আমাদের খাবারের পরিমাণও বেড়েছে।'

'তাছাড়া রেস্তোরাঁগুলোও বেশি খাবার পরিবেশন করছে। বাড়িতেও ঠিক এটাই করা উচিত কি না তা নিয়েও মানুষ দ্বিধায় পড়েছেন।'

কতটা আহার করা উচিত?

ঠিক কী পরিমাণ খাবার খাওয়া উচিত, সেটা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন আমাদের বয়স, লিঙ্গ, ওজন, উচ্চতা, কায়িক পরিশ্রম ইত্যাদি।

যদি কেউ কঠোর পরিশ্রমী হন বা খেলোয়াড় তাহলে তার বেশি পরিমাণে খাবারের প্রয়োজন হবে। আর কেউ যদি অফিসে বসে কাজ করেন, মানে যদি কারও কায়িক পরিশ্রম খুব বেশি না হয়, তাহলে তার খাবার কম লাগে।

ক্লেয়ার থর্নটন-উডের মতে এই প্রসঙ্গে দিনে কেউ কতবার খাচ্ছেন এবং সারাদিনে কী কী খাচ্ছেন এই বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ।

তার কথায়, 'আমাদের কতটা খাওয়া উচিত, সেটা নির্ধারণ করার একটা সহজ উপায় রয়েছে। আমরা কিন্তু আমাদের হাতের তালু থেকেই সেই বিষয়ে অনায়াসে জানতে পারি।'

'আপনার হাতের তালুর সমান খাসির মাংস, মুরগি বা মাছ এবং দুই হাত মিলিয়ে যতটা সব্জি রাখা

যায়, ততটুকুই আপনার জন্য যথেষ্ট।'

এ ছাড়া সারাদিনে এক মুঠো কার্বোহাইড্রেট (আলু, ভাত, পাস্তা ইত্যাদি) এবং এক মুঠো ফল খাওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

অধ্যাপক স্টাবস আবার ব্যাখ্যা করেছেন একজন স্বাস্থ্যবান নারীর প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার ক্যালোরি প্রয়োজন এবং পুরুষের প্রায় আড়াই হাজার ক্যালোরি প্রয়োজন। কে কতটা খাবার খাবেন তার পরিমাণ এই ভিত্তিতে নির্ধারন করা যেতে পারে।

তার কথায়, 'প্রত্যেকটা মানুষই আলাদা, তাই গড়ে কতটা খাবার খাওয়া উচিত তার পরিমাণ নির্ধারণ করা ঠিক হবে না। কিন্তু কেউ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার খান, তাহলে তা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

কীভাবে অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া এড়ানো যায়?

ক্লেয়ার থর্নটন-উড বলেছেন, 'অনেকেই বুঝতে পারেন না যে সবার একই পরিমাণ খাবারের প্রয়োজন নেই।'

উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো পরিবারে খাবার পরিবেশন করার সময় হয় সব সদস্যদের যে একই পরিমাণ খাবার দিতে হবে, তেমনটা নয়। বরং যার যা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী তাদের খাবার পরিবেশন করা উচিত।

এছাড়া খাবারের পরিমাণ বুঝতে, পরিবেশন করার সময় চামচ ব্যবহার করাই সঠিক উপায়।

স্বাস্থ্যের জন্য ভালো খাবার এই বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না যে কোনো ব্যক্তি কতটা পরিমাণে আহার করছেন। তিনি কী খাচ্ছেন তার ওপরও নির্ভর করে।

উড বলেছেন যে প্রোটিন বা ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খেলে দীর্ঘ সময়ের জন্য পেট ভরা রয়েছে এমনটা বোধ হয়।

তিনি বলেন, বিনস ও সবজি দিয়ে স্যুপও ভালো। কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার ও জল রয়েছে।

ফ্যাটে অন্য খাবারের চেয়ে বেশি ক্যালোরি থাকে। এই জাতীয় খাবার খেলে তৃপ্তিবোধও হয়।

তার মতে, সীমিত পরিমাণে অলিভ অয়েল, অ্যাভোকাডো, মাছ, বাদাম এবং বীজের মতো খাবার থেকে স্বাস্থ্যকর স্বাথ্যকর ফ্যাট সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করা ভালো।

অধ্যাপক স্টাবস সাধারণত প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তবে তিনি মনে করেন আপনি যা খেতে ভালোবাসেন, সেটা ছেড়ে দেওয়ার দরকার নেই।

তিনি বলেছেন, 'ডায়েটের ৮০ শতাংশ স্বাস্থ্যকর, কম ক্যালোরিযুক্ত পুষ্টিকর খাবার হতে পারে এবং বাকি ২০ শতাংশ আমাদের প্রিয় খাবার বা উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাবার হতে পারে।' তবে কতটুকু খাচ্ছেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে, পরিমিত পরিমাণে খাবার খাওয়া এবং সুস্থ থাকার কথা বলছেন দুই বিশেষজ্ঞই।

টাটকা ফুল দিয়েই রূপচর্চা

বর্তমানে বাজারচলতি প্রসাধনীর ভিড়ে রূপচর্চায় ঘরোয়া টোটকা অনেকটাই ব্রাত্য। অনেকেই নানা ধরনের ফেসপ্যাক, শিট মাস্ক ব্যবহার করেন। কেউ বা আবার গোলাপ, বেলি, জুঁই নানা ফুলের সুবাসযুক্ত ক্রিম, ফেসপ্যাক ব্যবহার করেন। সেই তালিকায় আবার ফলও রয়েছে। তবে ফুল দিয়ে যদি রূপচর্চা করতেই হয় তাহলে আর বাজারচলতি পণ্য কিনবেন কেন? তার থেকে বরং বাড়িতেই টাটকা ফুল দিয়ে বানিয়ে নিন ফেসমাস্ক। ত্বকের জন্য দারুণ উপযোগী।

জুঁই ফুল- এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। জুঁই ফুল থেঁতো করে নিন। এর সঙ্গে অ্যালোভেরার রস এবং মধু মিশিয়ে ত্বকে লাগান। ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। ত্বক টানটান ও মসৃণ হয়ে উঠবে। নিয়মিত ব্যবহারে বলিরেখা কমবে। এর সঙ্গে দুধ এবং বেসন মিশিয়েও মাখতে পারেন।

শরীর ভালো রাখতেও জুঁই ফুলের নির্যাসযুক্ত চা খাওয়ার চলও রয়েছে। এসেনশিয়াল অয়েল হিসেবেও জেসমিন অয়েলের জুড়ি মেলা ভার! ত্বকের আর্দতা ধরে রাখবে আবার মুখের জেল্লাও ফেরাবে জুঁইফুল।

জবা ফুল-জবার পাপড়িগুঁড়ো, দুধ এবং মধুর মাস্ক দারুণ কার্যকরী। শুষ্ক ত্বক এবং বলিরেখা পড়ে গেলে এই মাস্ক ব্যবহার করুন। কীভাবে? জবা ফুলের পাপড়ি শুকিয়ে গুঁড়িয়ে নিন। ২ টেবিল চামচ জবাফুলের পাপড়ির গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে ২ টেবিল চামচ দুধ এবং কয়েক ফোঁটা মধু ভালো করে মিশিয়ে মুখে মেখে ১৫-২০ মিনিট রেখে ধুয়ে নিন। এই প্যাক ত্বক টান টান রাখে ও ত্বকে আর্দতার অভাব মেটায় এবং ব্রণ নিয়ন্ত্রণেও বড় ভূমিকা পালন করে।

রজনীগন্ধা- শুষ্ক-রুক্ষ ত্বকে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে রজনীগন্ধার জুড়ি মেলা ভার! পুরোপুরি প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধা ফুলের পাঁপড়ি বেটে নিয়ে তার সঙ্গে সামান্য ঘি ও মধু মিশিয়ে ত্বকে ম্যাসাজ করুন। ২০ মিনিট পর ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের জেল্লা বাড়ে এতে।

গোলাপ-গোলাপে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। তারুণ্য ধরে রাখতে যা উপযোগী। ত্বককে আর্দ রাখতেও সাহায্য করে ফুলটি। টোনার হিসেবে গোলাপ জলের ব্যবহার হয়। বাড়িতে গোলাপজল তৈরি করে তার সঙ্গে ২ টেবিল চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে ২ টেবিল চামচ গোলাপজল আর রোজ অয়েল মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। সেটা ব্যবহার করে ১৫ মিনিট রেখে জলে ধুয়ে ফেলুন।

সতর্কতা- ১) ফুল ব্যবহার করার আগে ভালো করে ধুয়ে নিন। ২) ধোয়ার পরও ফুলে পোকা আছে কিনা তা দেখে নিন। ৩) ফুলের রস ব্যবহার করার আগে হাতের কোনও অংশে তা ব্যবহার করে দেখুন, এর থেকে আপনার অ্যালার্জি হয় কি না। ৫) রূপচর্চায় কাজে কোনও ফুলই সরাসরি ব্যবহার করা উচিত নয়। তাই অবশ্যই কোনও কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করুন।

তামার পাত্রে ভেজানো জল সকালে খালি পেটে পান করা স্বাস্থ্যসম্মত

ভারতীয় ঐতিহ্যে তামার থালা-বাসনের ব্যবহার সেই কবে থেকে চলে আসছে। এমনকী তামার পাত্রে সারারাত ভেজানো জল ব্রাহ্মমুহূর্তে খালি পেটে পান করার অভ্যাস এখনও বহু স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ নিয়ম করে মেনে চলেন। তামার পাত্রে রাখা জল খেলে শরীর নিরোগ হয়। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, হজমের সমস্যা দূর হয়, অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। তবে প্রশ্ন হল তামার পাত্রে লেবুর শরবত খাওয়া কি স্বাস্থ্যকর? এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন জেনে নেওয়া যাক। আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলে তামা সহজেই রেডক্স বিক্রিয়া ঘটায় যা কপার নাইট্রেট বা কপার সাইট্রেটের মতো যৌগ তৈরি করে। এই লবনগুলি জলে দ্রবীভূত হয়ে শরবতের স্বাদ ও গঠন দুই পরিবর্তন ঘটায়। এর ফলে কেউ যদি তামার পাত্রে লেবুর শরবত বা লেবু জল পান করেন, সেক্ষেত্রে শরীরে বিষক্রিয়া ঘটার সম্ভাবনা থাকে। একইসঙ্গে বমি ও পেটখারাপের মতো সমস্যা দেখে দেবে।

তামার পাত্রে রাখা জল সারাদিন ধরে খাবেন না। অ্যাপ্লায়েড ওয়াটার সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, তামার পাত্রে রাখা জলে তামার মাত্রা ০.০০৯ থেকে ০.৮২৩ মিলিগ্রাম/লিটার পর্যন্ত থাকতে পারে যা স্বাভাবিক। তাই সারা দিনে এক গ্লাস জল তামার পাত্র থেকে খেতেই পারেন। কিন্তু অতিরিক্ত পান করলে ঘটতে পারে বিপদ। ফুড সায়েন্স নিউট্রিশন জার্নালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, অতিরিক্ত তামা গ্রহণে লিভার ও কিডনির সরাসরি ক্ষতি হতে পারে। এর সঙ্গে শ্বাসনালিতে প্রদাহ, মাথা ঘোরা, বমি, পেটের সমস্যা প্রভৃতিও হতে পারে।

বিশিষ্ট আয়ুর্বেদিক ডাঃ পূর্বী ভাটের মতে, তামার পাত্রে ভেজানো জল একমাত্র সকালে খালি পেটে পান করা স্বাস্থ্যসম্মত। একইসঙ্গে লেবুর রস, ভিনিগার, তেঁতুলের মতো টক জাতীয় অ্যাসিডিক পদার্থ তামার পাত্রে ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। করতেই পারেন, তবে লেবু দিয়ে সরাসরি তামার পাত্র পরিষ্কার করার পর সেই পাত্রে খাবার খাবেন না। এতে স্বাস্থ্যহানি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। বরং পরিষ্কার করার সময় কাটা লেবুর সঙ্গে কিছুটা নুন মিশিয়ে তামার পাত্র পরিষ্কার করুন। এরপর গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিন। তাহলে আর কোনওরকম ভয় থাকে না। আপনি ওই ধোয়া পাত্রে দিব্যি খাবার পরিবেশন করতে পারেন।

সবাই ভালো

রতন দাস

সাপের ছোবল বাঘের কবল
কে যেতে চায় হাসপাতাল?
কে করতে চায় থানা পুলিশ?
উকিল মুহুরীর অনেক ফিস।

কে পড়তে চায় ঝুটঝামেলায়?
কে পড়তে চায় বিপাকে?
কে ভালো পায় হুছুট খেয়ে
মাথা ভাঙোক গাছের শাখে?

কে হতে চায় মন্দ নেতা?
কে হতে চায় মিনিস্টার?
কে খেতে চায় লোকের টাকা?
কে খেতে চায় গন-মার?

কে বলতে চায় মিথ্যে বাক্য?
কে নিতে চায় বদনাম?
কে করতে চায় নত মস্তক?
কার সহ্য হয় অপমান?

সবাই শিকার পরিস্থিতির
বাধ্য জীবন সংকটে,
নয়তো অতীত কর্মফল
ঘটনা গঠিত চিত্ত পটে।

আসলে, ভিন্ন শুধু নীতি শিক্ষা
তাইতো ভিন্ন লোক- জীবন
নয়তো কেউ, কেনচাইবে
ক্ষতি হোক অন্যের ভুবন।

নয়তো, কেন চাইবে খেতে
ভাঙবে কাঁঠাল অন্যশিরে,
লোকের দ্বারায়
কেউ কেন ভাই চাইবে বাজাই
লোকের ঢোল পাড়ায় পাড়ায়।

আসলে,সবাই ভালো,সবাই মন্দ
ধান্দা সবার সর্বোচ্চে,
সবাই চায় হতে সেরা
নিজের পরের সবার ইচ্ছে।

আসলে সবাই ভালো,
সবই ভালো নিজের মাপে
যা ঘটেছে যা রটেছে
ঐগুলি সব
পরিস্থিতির নিম্নচাপে।

কীভাবে বুঝবেন ওভারিয়ান ক্যানসার?

প্রতি বছর প্রায় ২৫ হাজার রোগী নতুন করে এই ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন। ওভারিয়ান বা ডিম্বাণু ক্যানসার আসলে নিঃশব্দ ঘাতক। এই ক্যানসারের প্রাথমিক অবস্থায় তেমন লক্ষণ থাকে না। কিন্তু এদেশে মহিলাদের ক্যানসারের মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে এই ক্যানসার। পাশ্চাত্য দেশে ষাটোর্ধদের এই ক্যানসারের ঝুঁকি দেখা যায়। কিন্তু এদেশে চল্লিশোর্ধদের মধ্যেই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। প্রতি বছর নতুন করে প্রায় ২৫ হাজার এই ক্যানসার রোগী ধরা পড়ছে।

কী করে বুঝবেন? যেহেতু লক্ষণ থাকে না তাই রোগ ধরাটাই চ্যালেঞ্জিং। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, রোগী অন্য সমস্যা নিয়ে এলে তখন হয়তো ধরা পড়ল ওভারিয়ান ক্যানসার। পেটে ব্যথা, অল্প খেলেই পেট ভরে যাওয়া, মলত্যাগের যে অভ্যাস তার হঠাৎ পরিবর্তন নিয়ে কেউ এলে তাঁর সমস্ত টেস্ট করে অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে ওভারিয়ান ক্যানসার। এদেশে ওভারিয়ান ক্যানসারের মৃত্যুহার এত বেশি, কারণ দেরিতে রোগ নির্ণয়। কাদের ঝুঁকি বেশি? (১) সাধারণত যাঁরা কোনওদিন প্রেগন্যান্ট হননি। (২) যাঁদের খুব অল্প বয়সে মাসিক শুরু হয়েছে। (৩) যাঁদের আগে এন্ডোমেট্রিওসিস হওয়ার ইতিহাস আছে। (৪) এ ছাড়া জিনগত কারণেও এই ক্যানসারের ঝুঁকি বেশি। এ ক্ষেত্রে প্রথমে ক্যানসার নির্ণয় করে সেটা সার্জারি করা হয়। তার পর এই অত্যাধুনিক কেমো প্রয়োগ করা হচ্ছে যাতে বাকি ক্ষুদ্র ক্যানসার কোষগুলি ধ্বংস করা যায়। যার নাম HIPEC বা হাই পাব. থার্মিক ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল কেমোথেরাপি। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি: HIPEC সার্জারির পরে ক্ষুদ্র ক্যানসার কোষগুলিকে ধ্বংস করতে সহায়ক, যা ক্যানসারের ফিরে আসার সম্ভাবনা এড়ায়।

উত্তপ্ত কেমোথেরাপির প্রভাব: HIPEC-এর সময় উত্তপ্ত কেমোথেরাপি ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, যা ক্যানসার কোষগুলির প্রোটিন এবং কোষীয় গঠন ধ্বংস করতে কার্যকর। উত্তাপ ওষুধের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং কোষগুলির প্রতি ওষুধের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা: সরাসরি পেরিটোনিয়াল কেভিটিতে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, যা রক্ত প্রবাহ পদ্ধতিকে বাইপাস করে এবং একদম টার্গেটেড ভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব।

বাধা কমানো: HIPEC পদ্ধতিতে দুই ধাপে ক্যানসারের চিকিৎসা করা হয়। এতে শরীরের ভিতরে লুকিয়ে থাকা মাইক্রোস্কোপিক ক্যানসার কোষগুলিও ধ্বংস হয়। ফলে রোগ পুরোপুরি ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। বর্ধিত জীবিতকাল: গবেষণায় দেখা গিয়েছে, HIPEC পদ্ধতি ব্যবহার করলে ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীরা বেশি দিন বাঁচেন এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মানও ভালো থাকে। এই কারণেই HIPEC-কে এখন ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের এক উন্নত ও কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে ধরা হয়।

স্মার্টফোন ব্যবহারের ফলে হতে পারে খুদের চোখের সমস্যা

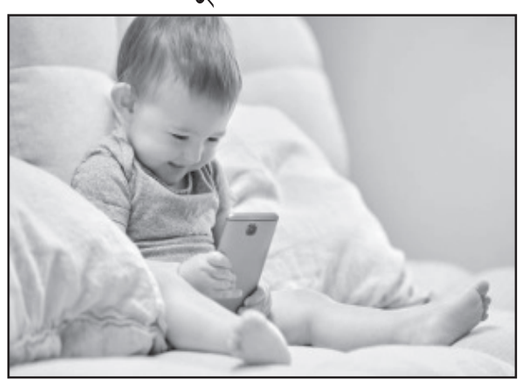

অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহারের ফলে হতে পারে খুদের চোখের সমস্যা। খেলায় মন নেই। দিনরাত স্মার্টফোনে বুঁদ। কখনও দেখছে কার্টুন কিংবা রিলসে মগ্ন খুদে। ছোট্ট ছোট্ট আঙুলে দিনরাত মোবাইল স্ক্রলিং করেই চলেছে। এই অভ্যাস মোটেও ভালো নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহারের ফলে হতে পারে চোখের সমস্যা। রিলস দেখার ফলে ধৈর্যও কমতে পারে। বকাঝকা করলে এই অভ্যাস ছাড়া সম্ভব নয়। তবে বিকল্প পথে বদভ্যাস কাটানো সম্ভব। রইল টিপস।

স্মার্টফোনের বদলে সন্তানের হাতে তুলে দিন ক্রাফট ক্লে। তা দিয়ে আপনি নানা জিনিসপত্র তৈরি করতে শেখান। ধীরে ধীরে আগ্রহ বাড়বে খুদের। সৃজনশীলতা বাড়বে। তবে কেনার আগে খেয়াল রাখতে হবে ওই ক্রাফট ক্লে যেন নন টক্সিক হয়। তাতে খুদে মুখে দিলেও কোনও ক্ষতি হবে না। কাগজ দিয়ে খুদেরা খেলাধূলা করতে ভালোবাসে। কাগজ দিয়ে নৌকা, প্লেন তৈরি করতে পারেন। কিংবা ফুল, ফলও তৈরি করতে পারে। খুদের সঙ্গে আপনাকে কিন্তু হাত লাগাতে হবে। তবেই বাড়বে তার সৃজনশীলতা। খুদে এক জায়গায় বসে থাকতে পছন্দ করে না। কারণ, ওদের জীবনীশক্তি অনেক বেশি। তাই তাদের নানা কাজে ব্যস্ত রাখুন। শিশুকে ব্যায়াম করাতে পারেন। তাকে নিয়ে নাচ কিংবা গান গাইতে পারেন। বর্তমান দিনে খুদেরা সুপারহিরোর প্রেমে মত্ত। তাকে সেরকম পোশাক দিতে পারেন। ওই ধরনের পোশাক পরে খেলাধূলা করলে তার ভালো লাগবে। মোবাইল থেকে সহজেই দূরে রাখা সম্ভব হবে। স্মার্টফোনের বদলে বইতে বুঁদ হোক খুদে। তার হাতে ছবিওয়ালা বই তুলে দিন। দু'জনে বসে গল্প পড়ুন। তবে অবশ্যই গড়গড় করে পড়ে যাবেন না। গল্প বলার ছলে পড়ুন গল্পের বই। তাতে তার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। বাড়বে জ্ঞানও। খুদেকে আপনার সঙ্গে রান্নাঘরে ব্যস্ত রাখতে পারেন। আপনি সবজি কাটলে তাকে সেগুলি এগিয়ে দিতে বলুন। ঘর গোছালেও তাকে পাশে রাখতে পারেন। তাতে খুদের সময় কেটে যাবে। স্মার্টফোনের কথা ভাবারও সময় পাবে না। বর্তমান যুগে নিঃসঙ্গতায় ভোগে বহু শিশু। সে কারণে স্মার্টফোনের উপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে তারা। ভবিষ্যতে যাতে খুদের ক্ষতি না হয় তাই উপরোক্ত টিপসগুলি কাজে লাগিয়ে স্মার্টফোন থেকে দূরে রাখতে হবে তাকে।

চুল পড়া বন্ধ করতে অতি উপকারী রসুন

যেকোনও গৃহস্থ বাড়ির রান্নাঘরে রসুন থাকবেই। যাঁরা রসিয়ে কষিয়ে খাবার খেতে ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে রসুনের কদর যথেষ্ট। কারণ, রান্নার স্বাদ বাড়াতে রসুনের জুড়ি মেলা ভার। তবে জানেন কি, চুল পড়া বন্ধ করতেও রসুন উপকারী। তবে যেভাবে সেভাবে তা ব্যবহার করলে চলবে না। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রসুন ব্যবহার করলে মিলবে সুফল। প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক, ঠিক কী কারণে চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে রসুন? আসলে রসুনে থাকে সালফার। যা চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে। এছাড়া রসুনের জীবাণুরোধী ক্ষমতা রয়েছে। তার ফলে চুলের ত্বকে কোনও জীবাণু সংক্রমণ আটকায়। স্বাভাবিকভাবে তাতে চুল পড়া কমে। রসুন তেল তৈরি করবেন কীভাবে: একটি পাত্রে নারকেল কিংবা অলিভ অয়েল নিন। তার মধ্যে সামান্য পরিমাণ থেঁতো করা রসুন দিন। মিনিট পাঁচেক ফুটিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে একটি পাত্রে ছেঁকে নিন। এবার তা মাথায় মাখুন। ৫-১০ মিনিট হালকা হাতে মাসাজ করুন। তাতে চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন বাড়বে। কমবে চুল পড়া। মাত্র কয়েকদিন ব্যবহারে মিলবে সুফল। ৮-১০ কোয়া রসুনের খোসা ছাড়িয়ে নিন। এবার অল্প থেঁতো করে নিন। আধঘণ্টা শুকনো চুলের গোড়ায় মেখে রাখুন। রস শুকিয়ে গেলে চুল ঝেড়ে নিন। শ্যাম্পু করে ফেলার পর দেখবেন চুল চকচক করছে। আগের তুলনায় অনেক বেশি নরমও হয়ে গিয়েছে।

রসুন গুঁড়ো রসুন গুঁড়ো তৈরি করে নিতে পারেন। একটি হাওয়া চলাচল করতে পারবে না এমন কৌটো রেখে দিন। সপ্তাহে কমপক্ষে একবার তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ওই গুঁড়ো চুলের গোড়ায় মাখুন। চুল পড়া কমবে।

তবে রসুন চুলের জন্য ব্যবহার করার আগে অবশ্যই দেখে নিন আপনার অ্যালার্জি হয় কিনা। নইলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

স্ট্রেস বাড়ায় এই পাঁচ অভ্যাস

কর্টিসলকে স্ট্রেস হরমোন বলা হয়। জরুরি অবস্থার সময় এটি শরীরকে সজাগ রাখে, রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং এমনকি প্রদাহও কমায়। কিন্তু যখন কর্টিসলের মাত্রা দীর্ঘ সময় ধরে বেশি থাকে, তখন কিছু পরিবর্তন হয়। স্মৃতিশক্তি ঝাপসা হতে শুরু করে, ঘুমের সমস্যা হয় এবং মন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। আমাদের কিছু অভ্যাস কর্টিসলের মাত্রা বাড়িতে দিতে ভূমিকা রাখে। জেনে নিন সেগুলো কী কী।

১। সকালে জল খাওয়া বাদ দিলে কর্টিসলের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, কর্টিসল ভোরবেলা (সকাল ৭-৮টার দিকে) সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। খাবার দেরিতে খাওয়া হলে, এটি শরীরকে "স্ট্রেস এক্সটেনশন" মোডে পাঠায়। প্রথমে মানসিক মনোযোগ আরও তীব্র মনে হতে পারে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে, এটি বিপরীতমুখী হয়। যার ফলে মানসিক ক্লান্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অস্থিরতা এবং দিনের শেষের দিকে উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়।

২। ঘন ঘন মোবাইল ফোন চেক করার অভ্যাস বাড়িয়ে দিতে পারে স্ট্রেস। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে যারা ঘন ঘন ডিভাইস চেক করেন, তারা মানসিক চাপ অনুভব করেন এবং স্ক্রলিং বন্ধ করার পরেও তাদের কর্টিসল উচ্চ স্তরে থাকে। সময়ের সাথে সাথে এটি মানসিকভাবে ক্লান্ত করে তোলে

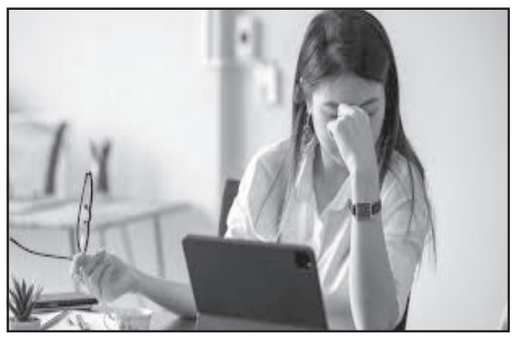

আমাদের। কমিয়ে দেয় ধৈর্য্যও। ৩। মতবিরোধ বা দ্বন্দ্বের সময় শান্ত এবং সংযত থাকা পরিপক্কতা এবং মানসিক শক্তি প্রদর্শন করে। কিন্তু চাপা আবেগগুলো ভেতরেই রয়ে যায়। এতে শরীর আরও কর্টিসল নিঃসরণ করে এবং স্নায়ুতন্ত্রকে সজাগ রাখে। মানসিক ক্লান্তি ধীরে ধীরে তৈরি হয়। ৪। তাড়াহুড়ো করে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় খাবার খাওয়ার কারণেও বেড়ে যেতে পারে স্ট্রেস হরমোন। কাজ করার সময় বা স্ক্রলিং করার সময় খাওয়া শরীরকে "স্ট্রেস মোডে" রাখে, যার।

রবিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে অসংগঠিত কর্মীদের নিয়ে এক সভা আয়োজিত হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডা. মনসুখ মাণ্ডবিয়ার যুবকদের সুস্থ ও মাদকমুক্ত ভারত গড়তে সাইক্লিং-এর আহ্বান

বারাণসী, ২০শে জুলাই : কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী ডা. মনসুখ মাণ্ডবিয়া আজ বারাণসীতে ফিট ইন্ডিয়া সাইকেলে রবিবার শীর্ষক কর্মসূচিতে ৩,০০০ জনেরও বেশি মানুষের সাথে সাইকেল চালিয়ে ফিটনেস ও মাদকবিরোধী এক শক্তিশালী বার্তা দিয়েছেন। এটি ছিল এই কর্মসূচির ৩২তম সংস্করণ।

বারাণসীর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ডা. মাণ্ডবিয়া দেশের যুবকদের মাদক থেকে দূরে থাকার গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি উপস্থিত বিশাল জনতাকে একটি সক্রিয় জীবনধারা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন: 'একটি সুস্থ শরীরই কেবল একটি সুস্থ মন তৈরি করতে পারে এবং একটি সুস্থ মনই কেবল দেশকে বিকশিত ভারতের দিকে চালিত করতে পারে।'

দেশব্যাপী সাইক্লিং উদ্যোগের এই বিশেষ সংস্করণটি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই), কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন, কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশন (সিআইএসসিই), ডিএভি কলেজ ম্যানেজমেন্ট কমিটি, নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি এবং বাল ভারতী পাবলিক স্কুলের মতো বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আয়োজিত হয়েছিল।

ডা. মাণ্ডবিয়া বলেন, ''সাইকেলে রবিবার'' একটি জন আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আজ, মহাদেশ জুড়ে ৬,০০০ এরও বেশি স্থানে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ''বিকশিত ভারতের জন্য মাদকমুক্ত যুব'' প্রচারাভিযানে অংশ নিয়েছে। আমরা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির বিকশিত ভারতের স্বপ্ন তখনই পূরণ করতে পারব যখন আমরা যুবকদের মধ্যে থেকে আসক্তি নির্মূল করতে পারব। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সরকারের উদ্দেশ্য হল দেশের যুবকরা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান থাকুক এবং দেশের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখুক।'

ডা. মাণ্ডবিয়ার সাথে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী রক্ষা নিখিল খাদসে, উত্তর প্রদেশের ক্রীড়া মন্ত্রী গিরিশ চন্দ্র যাদব, বারাণসী উত্তরের বিধায়ক রবীন্দ্র জয়সওয়াল, পিন্ড্রা বারাণসীর বিধায়ক অবদেশ সিং, বারাণসী ক্যান্টনমেন্টের বিধায়ক সৌরভ শ্রীবাস্তব, এমএলসি ধর্মেন্দ্র সিং, এমএলসি হংসরাজ, বারাণসীর বিভাগীয় কমিশনার এস. রাজলিঙ্গম এবং সাই নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক কেন্দ্র, লক্ষ্ণৌ-এর আঞ্চলিক পরিচালক আত্ম প্রকাশ সহ আরও অনেকে।

সাইকেল আরোহীরা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সবুজ ও শান্ত পরিবেশের মধ্যে দিয়ে সাইকেল চালায়, যার মধ্যে স্যার সুন্দরলাল হাসপাতাল, মালবিয়া ভবন, বিড়লা হোস্টেল, আইআইটি চৌরাহা, বিশ্বনাথ মন্দির এবং তারপর শুরু করার স্থান অ্যাম্ফিথিয়েটার গ্রাউন্ডে ফিরে আসে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং জুম্বা সেশনেও অংশ নিয়েছিল, যা ইভেন্টটিকে ফিটনেসের একটি বিশাল উদযাপনে পরিণত করে।

পরে সাংবাদিকদের কাছে রক্ষা খাদসে বলেন, 'আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডা. মনসুখ মাণ্ডবিয়ার নির্দেশনায়, ''ফিট ইন্ডিয়া সাইকেলে রবিবার'' দেশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জুড়ে আয়োজিত হচ্ছে। এই উদ্যোগের জন্য আমরা নাগরিকদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছি। আজ, আমরা বিএইচইউ ক্যাম্পাসে সাইক্লিং প্রচারের আয়োজন করেছি এবং আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলতে চাই যে বিশাল জনতা আমাদের সাথে এখানে সাইকেল চালিয়েছে। যুবকরা মাদক সেবনের অসুবিধাগুলি বোঝে। কোথাও আমাদের একটি শুরু করার প্রয়োজন ছিল এবং বার্তাটি স্পষ্ট যে কেবল একটি সুস্থ যুব সমাজই একটি সমৃদ্ধ জাতি তৈরি করতে পারে।'

''ফিট ইন্ডিয়া সাইকেলে রবিবার''-এর দিল্লি সংস্করণে এই সপ্তাহে উৎসাহী অংশগ্রহণ দেখা গেছে, যেখানে জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের ৩০০টিরও বেশি স্কুলের ১০০০ এরও বেশি শিক্ষার্থী জাতীয় সাইক্লিং ড্রাইভ-এ যোগ দিয়েছে। ভারতীয় আন্তর্জাতিক সাইক্লিস্ট এসো অ্যালবেন, ময়ূরী লুটে এবং সুশিকলা আগাশে তরুণ অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন।

২০২২ সালের এশিয়ান সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নশিপের ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী এসো বলেন, 'একজন সাইক্লিস্ট হিসেবে এটি আমাকে সত্যিই আনন্দিত করে। আমি সম্প্রতি আমার ছুটির জন্য আন্দামানে আমার শহরে গিয়েছিলাম এবং দেখেছি যে ''ফিট ইন্ডিয়া সাইকেলে রবিবার'' সেখানেও সক্রিয়। লোকেরা এই ইভেন্টগুলিকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমি দেখে খুশি যে আরও বেশি সংখ্যক ভারতীয় ফিটনেসে জড়িত হচ্ছে।'

রাহগিরি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত এই ইভেন্টে যোগব্যায়াম, জুম্বা, রোপ স্কিপিং, ব্যাডমিন্টন, সেইসাথে সাপ ও মই, ক্যারম, দাবা, মিনি গল্ফ এবং লুডোর মতো মজাদার কার্যকলাপ সমন্বিত একটি স্কুল গেম জোন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

''ফিট ইন্ডিয়া সাইকেলে রবিবার'' যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক, সাইক্লিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (সিএফআই), ডঃ শিখা গুপ্তার নেতৃত্বে রোপ স্কিপিং টিম, রাহগিরি ফাউন্ডেশন, মাই বাইকস এবং মাই গভ -এর সহযোগিতায় আয়োজিত হয়। এই সাইক্লিং ড্রাইভটি সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানী শহরগুলিতে এবং সাই আঞ্চলিক কেন্দ্র, ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্স (এনসিওই), সাই ট্রেনিং সেন্টার (এসটিসি), খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সেলেন্স (কেআইএসসিই) এবং খেলো ইন্ডিয়া সেন্টার (কেআইসি) জুড়ে বিভিন্ন বয়স গোষ্ঠীর জন্য একই সাথে আয়োজিত হয়।

দলীয় ঐক্যের ঊর্ধে জাতীয় নিরাপত্তা এবং অপারেশন সিঁদুর : শশী থারুর

কোচি, ২০শে জুলাই: প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শশী থারুর শনিবার কোচির এক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রের প্রশ্নের জবাবে রাজনীতিতে দলীয় প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ক্রস-পার্টি সহযোগিতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। সাম্প্রতিক পাহেলগাম হামলার প্রেক্ষিতে 'অপারেশন সিন্দূর'-এর পর আমেরিকায় সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি এই মন্তব্য করেন।

থারুর বলেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, যেকোনো গণতন্ত্রেই রাজনীতি প্রতিযোগিতার উপর নির্ভরশীল। যখন আমার মতো মানুষেরা বলেন যে আমরা আমাদের দলকে সম্মান করি, কিন্তু জাতীয় সুরক্ষার স্বার্থে অন্যান্য দলের সাথে সহযোগিতা করা প্রয়োজন, তখন কখনও কখনও দলগুলি এটিকে ''অবিশ্বস্ততা'' হিসেবে দেখে। এটি একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'অনেকেই আমার সমালোচনা করেছেন কারণ আমি আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এবং সরকারের পক্ষ নিয়েছি... কিন্তু আমি আমার অবস্থানে অটল থাকব, কারণ আমি বিশ্বাস করি এটি দেশের জন্য সঠিক কাজ।'

থারুর দৃঢ়ভাবে বলেন যে তার কাছে জাতীয় নিরাপত্তাই সর্বদা প্রথম। তিনি উল্লেখ করেন যে যেকোনো রাজনৈতিক দলের লক্ষ্যই হলো দেশকে উন্নত করা। 'আমার মনে, জাতিই প্রথমে আসে। দলগুলি দেশকে আরও ভালো করার একটি মাধ্যম মাত্র,' থারুর বলেন। 'আপনি যেই দলেরই সদস্য হন না কেন, সেই দলের উদ্দেশ্য হলো নিজস্ব উপায়ে একটি উন্নত ভারত তৈরি করা।'

কংগ্রেস সাংসদ আরও জোর দেন যে, দলগুলির মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকতে পারে, যেমন পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্র, নিয়ন্ত্রণ বনাম মুক্ত বাজার, কিন্তু 'একটি উন্নত, নিরাপদ ভারতের' প্রতি সবারই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা উচিত। দেশ যখন 'বিপদে' পড়ে, তখন সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উক্তি উদ্ধৃত করে থারুর বলেন: 'ভারত যদি মারা যায় তবে কে বাঁচে?'

পরে, অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়, তিনি বলেন যে তার দর্শন সর্বদা 'জাতি প্রথমে' ছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে তিনি ভারতে ফিরে এসেছেন কেবলমাত্র দেশের সেবা করার জন্য, রাজনীতির মাধ্যমে এবং রাজনীতির বাইরেও। কংগ্রেস হাইকমান্ডের সাথে তার কোনো সমস্যা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন যে তিনি এখানে কোনো রাজনীতি বা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে আসেননি।এদিকে, ২১শে জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বর্ষা অধিবেশন, যা ২১শে আগস্ট পর্যন্ত চলবে। এটি ২২শে এপ্রিলের পাহেলগাম হামলার পর প্রথম অধিবেশন, যেখানে ২৫ জন পর্যটক এবং একজন স্থানীয় ঘোড়াওয়ালা নিহত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে, সেই দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদের প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানে 'অপারেশন সিন্দূর' পরিচালনা করে।সূত্র জানিয়েছে, সরকার অবশ্য এখনও বিহারে আসন্ন নির্বাচনের জন্য বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিতর্কের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। এই ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়াটি বর্তমানে বেশ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

লোকসভায় রিপোর্ট পেশ করবে সংসদীয় কমিটি

নয়াদিল্লি, ২০শে জুলাই : দেশের ছয় দশকের পুরনো আয়কর আইন প্রতিস্থাপন করতে আসা নতুন আয়কর বিল, ২০২৫-এর উপর সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদন সোমবার লোকসভায় পেশ করা হবে। এটি দেশের কর ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিজেপি নেতা বৈজয়ন্ত পাণ্ডার নেতৃত্বাধীন ৩১ সদস্যের এই সিলেক্ট কমিটি লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা কর্তৃক গঠিত হয়েছিল। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ লোকসভায় নতুন আয়কর বিল, ২০২৫ পেশ করার পর এটি কমিটির কাছে পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়।

কমিটি এই বিলে ২৮৫টি পরামর্শ দিয়েছে এবং ১৬ই জুলাই তাদের প্রতিবেদনটি গ্রহণ করেছে। এখন এটি সংসদে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য পেশ করা হবে।নতুন সরলীকৃত আয়কর বিলটি ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের প্রায় অর্ধেক আকারের। এর মূল লক্ষ্য হল আইনি বিবাদ এবং নতুন ব্যাখ্যার সুযোগ কমিয়ে করের ক্ষেত্রে নিশ্চিততা আনা।

লোকসভায় পেশ করা নতুন বিলটিতে শব্দের সংখ্যা ২.৬ লাখ, যা বিদ্যমান আয়কর আইনের ৫.১২ লাখ শব্দের তুলনায় অনেক কম। ধারার সংখ্যাও ৮১৯ থেকে কমে ৫৩৬-এ দাঁড়িয়েছে। আয়কর বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী অনুসারে, অধ্যায়ের সংখ্যাও ৪৭ থেকে কমে ২৩-এ নেমে এসেছে।

অরুণাচল সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের তিব্বতি অংশে চীনের

● প্রথম পাতার পর

অববাহিকার ক্ষতি করবে। তাতে অসমে কৃষি নির্ভরতায় প্রভাব ফেলতে পারে। আরও একটি প্রধান বিষয় হল, ব্রহ্মপুত্র নদ নিয়ে ভারত-চীনের মধ্যে কোনও জলবন্টন চুক্তি নেই। শুধুমাত্র একটি 'এক্সপার্ট লেভেল মেকানিজম' রয়েছে। যার মাধ্যমে বর্ষাকালে কিছু জলপরিসংখ্যান আদানপ্রদান হয়। তবে ২০১৭ সালের ডোকলাম সঙ্কটের সময় চীন সেই তথ্যও বন্ধ রেখেছিল। বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে চীন এক নতুন জলের রাজনীতির সূচনা করল। ভারতকে এখনই তৎপর হয়ে কৌশলগত জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে কার্যকর কূটনৈতিক যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে, বিশেষজ্ঞদের এমনটাই মত। কারণ, জল এখন শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে এটি এক শক্তিশালী ভূরাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠছে।

রাজ্যে অপরাধের

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে নারী ও শিশু নির্যাতনের তদন্ত শেষ করতে হবে বলে কর্মশালায় মুখ্যমন্ত্রী জানান। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে প্রমান আহরণ, সময়মত বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উপর এই আইনগুলিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা বলেন, রাজ্য অপরাধের হারের বিচারে দেশের মধ্যে নীচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। অবৈধ নেশা সামগ্রী পাচারের সাথে যুক্তদের আগের সরকারের তুলনায় অধিক হারে বিচার ব্যবস্থার আওতায় আনা সম্ভবপর হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন এই কর্মশালা আগামীদিনে রাজ্যে ৩টি নতুন ফৌজদারি আইন প্রনয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কর্মশালায় আলোচনা কালে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, গত ১ জুলাই ২০২৪ সালে এই আইন প্রণয়ন হবার পর থেকে এই রাজ্যে সংশ্লিষ্ট সবাই প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। এই আইন প্রণয়নের হার রাজ্যে সন্তোষজনক। সময় সময় প্রশাসনের সর্বোচ্চস্তরে এই আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বিশদে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে। তিনি বলেন, এই আইনগুলি প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য দেশের মধ্যে উপরের দিকে রয়েছে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ বলেন, এই আইনগুলোর মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেকোন অভিযোগের তদন্ত বিচারব্যবস্থা ও সাজার হার বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্র সচিব অভিষেক সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, স্বরাস্ট্র (জেল) সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে এবং আইন সচিব সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। কর্মশালার দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩টি নতুন ফৌজদারি আইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিশেষজ্ঞগণ।

বিরোধীদের অপপ্রচার

● প্রথম পাতার পর

কনজিউমার রুলস ২০২০ অনুসারে প্রতিটি বাড়িতে স্মার্ট মিটার লাগাতে বিদ্যুৎ দপ্তর বদ্ধপরিকর। যদি কোন ক্ষেত্রে স্মার্ট মিটার লাগানো না হয় তাহলে সেই বিষয়েও বিদ্যুৎ দপ্তরকে কারণদর্শাতে হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৯৫ হাজার ৯৮৭ জন গ্রাহক স্মার্ট মিটার লাগিয়েছেন। সেক্ষেত্রে গ্রাহকরা তাদের প্রতিদিনের বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হতে পারছেন এবং প্রতিদিন কতটুকু বিদ্যুৎ তারা ব্যবহার করছেন সেই বিষয়টির উপরও নজরদারি রাখতে পারছেন। যার ফলে গ্রাহক এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের মধ্যে একটি স্বচ্ছ পরিষেবা বজায় থাকছে। শুধু ত্রিপুরায়ই নয়, গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এই স্মার্ট মিটার লাগানো হয়েছে। এছাড়াও স্মার্ট মিটার লাগিয়ে যদি কোন গ্রাহক অসুবিধার সম্মুখীন হন সে ক্ষেত্রেও হেল্পলাইন ব্যবস্থা চালু করেছে সরকার। যার মাধ্যমে যে কোন সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর গ্রাহকদের সাহায্য করবেন। স্মার্ট মিটার সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোন কারণ নেই। রাজ্যসহ দেশের উন্নয়নে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিজেপি সরকার।

এছাড়াও এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বক্তব্যকে ঘিরে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন সম্প্রতি দক্ষিণ জেলার একটি সভায় মানিক সরকার বলেন বিজেপি সরকার সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ। এই কথার কোন ভিত্তি নেই বলে দাবি করেন সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সময়কালের রিপোর্ট কার্ড তুলে ধরেন তিনি।

সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য তথ্য দিয়ে বলেন, ১৯৯৮ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সময়ে মাত্র ১১২ দিনে ১১৮ জন নিহত হয়েছেন, অপহৃত হয়েছেন ৮৭ জন, ধর্ষিতা হয়েছেন ২৯জন, নারী নির্য্যাতনের শিকার হয়েছেন ৬৬ জন। তার আগে ১৯৯৩ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের সময়ে তিন বছরে ৮২ জন নিহত হয়েছেন, ধর্ষিতা হয়েছেন ১৯ জন, ১২০০ জন উধাও হয়ে গেছেন তাদের কোন খোঁজখবর মিলেনি। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার এই সাত বছরে গোটা রাজ্যের সন্ত্রাস দমনে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন সন্ত্রাস এবং নেশা সামগ্রী সংক্রান্ত বিষয়ে। এই সকল বিষয়ে কোন ধরনের আপোষ করা হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। ২০২৩-২৪: অর্থবছরে ২৭ হাজার ৬৫৪ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাজ, খাদ্য সহ যাবতীয় উন্নয়নে এই বাজেট সকল স্তরের জনগণের কথা চিন্তা করে গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতি সফল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে সব ক্ষেত্রেই রাজ্য এগিয়ে আসছে। তাই বিরোধীরা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ চলছে তার কোন ভিত্তি নেই বলে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছেন সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য।

রেলে কাটা পড়ে

● প্রথম পাতার পর

খুব ভোরেই এই ঘটনাটি ঘটেছে। ওই যুবক রেললাইনের ওপর মরণঝাঁপ দেন। ট্রেনের ধাক্কায় তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ লোকসভার অধিবশনে

● প্রথম পাতার পর

ধারা ৮১৯ থেকে কমিয়ে ২৩৬-এ আনা হয়েছে।

বিলটি পেশ করার পর লোকসভার সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং কমিটিকে পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম দিনের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

উল্লেখ্য, সংসদের বর্ষা অধিবেশন আগামী ২১শে জুলাই থেকে শুরু হয়ে ২১শে আগস্ট, ২০২৫ পর্য্যন্ত চলবে।

মূর্তি ভাঙার দায়

● প্রথম পাতার পর

আলোচনা বসতে চায় জমিয়ত।কিন্তু বার বার আবেদন জানালেও মুখ্যমন্ত্রী সময় দিচ্ছে না অভিযোগ করেন সভাপতি। আরও বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে।

নেশার করাল গ্রাসে মৃত্যু যুবকের

● প্রথম পাতার পর

তাকে চিকিৎসা করার পর প্রায় দু বছর আগে সুস্থ হয়ে উঠেছিল সে। নতুন করে কাজেও যোগদান করেছিল। কিন্তু ফের নেশার সংস্পর্শে চলে আসে সে। বিগত কিছুদিন আগে পুনরায় তাকে চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু নেশার গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিল না সে। গত ৩ - ৪ দিন ধরে তার শারীরিক অবস্থা যথেষ্ট খারাপ। গতকাল অবস্থার আরো অবনতি হলে পীযূষকে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় পীযুষের। ছেলেকে হারিয়ে শোকে পাথর হয়ে গেছেন পিতা। ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, সমাজের কাজ নেই। ফলে নেশার করালগ্রাসে তারা নিমজ্জিত হচ্ছে। এ নেশার ফলে যুব সমাজ আজ দিশেহারা। যারা বুঝতে পারছে তারা সরে আসছে। অধিকাংশ যুবকই এ নেশার ফলে নিজেদের জীবন শেষ করে ফেলছে। নেশা সাম্রাজ্য রুখতে প্রশাসনের ব্যর্থতাও তুলে ধরেন তিনি।

দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক

● প্রথম পাতার পর

ইউনিয়নের আলীকামুড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। স্কুল জীবন আগরতলা নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন। একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন আগরতলা বয়েজ বোধজং স্কুলে। পরবর্তীকালে আগরতলা এমবিবি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৭৩ সালে। এরপর থেকেই তাঁর দৈনিক সংবাদে আসা-যাওয়া শুরু হয় এবং প্রয়াত সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিকের হাত ধরে তাঁর সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হয়। ১৯৭৯ সালে তিনি বিজ্ঞান শিক্ষক হিসাবে চাকরিতে যোগ দেন। তাঁর প্রথম পোস্টিং ছিল মনুবাজার। দুই বছর শিক্ষক পদে চাকরি করার পর ভূপেন দত্ত ভৌমিক তাঁকে সরকারি চাকরি ছাড়িয়ে পুনরায় পত্রিকা অফিসে নিয়ে আসেন। এরপর থেকেই প্রয়াত প্রদীপ দত্ত ভৌমিক দৈনিক সংবাদে নিয়মিতভাবে যুক্ত হন। ১৯৮৮ সালে প্রদীপ দত্ত ভৌমিক দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৯৬ সালের শেষদিকে তিনি বার্তা সম্পাদকের পাশাপাশি দৈনিক সংবাদের মুদ্রক ও প্রকাশক হিসাবে দায়িত্ব পান। মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত তিনি এই পদে থেকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

গত মাস খানেক ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। গত এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে তিনি দিল্লীর এইমস হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যান। দীর্ঘ তিন মাস চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় রবিবার (২০ জুলাই ২০২৫ইং) বিকাল ৩.৫০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছতেই দৈনিক সংবাদ, নর্থইস্ট কালার্স, ইমপ্রিন্ট সহ বিভিন্ন মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা, আত্মীয়স্বজন সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধদের। আগামীকাল বিকাল তিনটায় তাঁর মরদেহ আগরতলা বিমানবন্দরে পৌঁছবে।

এদিন সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শোক জ্ঞাপন করে লেখেন, ' দৈনিক সংবাদ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক তথা বরিষ্ঠ সাংবাদিক প্রদীপ দত্ত ভৌমিকের অকাল প্রয়াণে গভীর শোকাহত। বেশ কিছু দিন ধরে দিল্লির এইমস-এ চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমি নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলাম। আজ আনুমানিক দুপুর ৩:৪৫ মিনিটে সমস্ত চিকিৎসার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে তিনি পরলোক গমন করেন। এই অসময়ে তাঁর প্রয়াণ সংবাদে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক সমবেদনা। ঈশ্বর যেন তাঁর আত্মাকে চিরশান্তি দান করেনএই প্রার্থনা করি।'

এছাড়াও প্রদীপ দত্ত ভৌমিকের অকাল প্রয়াণে সামাজিক মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। নিজ সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, 'দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক, প্রকাশক তথা বরিষ্ঠ সাংবাদিক প্রদীপ দত্ত ভৌমিকের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করি। পরিবার পরিজনদের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই। রাজ্যের সংবাদ জগতে উনার অবদান সর্বদা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণে থাকবে।''

উল্লেখ্য, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব গতকালই তিনি এইমসে গিয়ে প্রদীপ দত্ত ভৌমিকের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছিলেন।

এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক তথা মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্যরা।

বরিষ্ট সাংবাদিক প্রদীপ দত্ত ভৌমিকের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনও। শোক প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব। তার অকাল প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত আগরতলা প্রেসক্লাব। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়েছে।

এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন। শোকাহত পরিবার পরিজনের প্রতি ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়েছে। শোক প্রকাশ করেছেন অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট''স, ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও।

রবিবার গ্রিন এরো ক্লাবে সাংসদ তহবিল থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়।

পুরীতে অমানবিক ঘটনা : নাবালিকা কিশোরীকে আগুনে পুড়িয়ে দিল তিন দুষ্কৃতী, শরীরে ৭০ শতাংশ পুড়ে গেছে

পুরী, ১৯ জুলাই : ওড়িশার পুরী জেলার বলাঙ্গা থানার অন্তর্গত এলাকায় শনিবার সকালে এক মর্মান্তিক ঘটনায় এক কিশোরীকে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় তিন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী। এই হামলায় ওই নাবালিকা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। তার শরীরের প্রায় ৭০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। আহত কিশোরীকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও পরবর্তীতে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে এআইআইএমএস, ভুবনেশ্বর-এ স্থানান্তর করা হয়েছে।

পুরী জেলার পুলিশ সুপার পিনাক মিশ্র জানিয়েছেন, আজ সকালে বলাঙ্গা থানায় খবর আসে যে এক নাবালিকা কিশোরীকে কিছু ব্যক্তি আক্রমণ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাকে উদ্ধার করে এআইআইএমএস ওড়িশায় পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আহত কিশোরীর এক আত্মীয় সংবাদমাধ্যমকে জানান, সে আমার বোনের মতো। আমরা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি। গ্রামের কেউ এমন ঘটনার কথা ভাবতেই পারছে না। তিনি বলেন, ওই ছাত্রী তার এক বন্ধুর বাড়ি বই ফেরত দিতে যাচ্ছিল। তখনই তিনজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাকে নদীর ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে অচেতন করে দেয় ও তার ওপর পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। জ্ঞান ফিরে আসার পর, সে বুঝতে পারে তার শরীরে আগুন লেগেছে এবং কোনওরকমে পাশের একটি বাড়িতে গিয়ে সাহায্য চায়।

ঘটনার প্রায় আধ ঘণ্টা পর পরিবার ঘটনাটি জানতে পারে। তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করে ভুবনেশ্বরের এআইআইএমএস-এ ভর্তি করা হয়। পরিবারের দাবি, কিশোরীর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক এবং চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার শরীরের বড় অংশ পুড়ে গিয়েছে। পরিবারের তরফে বলা হয়েছে, আমরা ন্যায় চাই। প্রশাসনের উচিত দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া। এমন ঘটনা যদি দিনে-দুপুরে ঘটে, তাহলে মেয়েরা আর নিরাপদ নয়।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই বালেশ্বরের ফকির মোহন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের এক বি.এড. ছাত্রী ৯৫ শতাংশ দগ্ধ হয়ে মারা যায়। ওই ঘটনায় তার অভিযোগ ছিল কলেজের প্রধান অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগের পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। রাজ্যজুড়ে এই দুই ঘটনায় প্রবল ক্ষোভ ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

মেঘালয়ের ব্লক স্তরের জলবায়ু ঝুঁকি চিহ্নিত করল নতুন গবেষণা : ৩৯টির মধ্যে ২৫টি ব্লক 'উচ্চ' বা 'অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ'

শিলং, ১৯ জুলাই : মেঘালয় ক্লাইমেট চেঞ্জ সেন্টার (এমসিসিসি) পরিচালিত এক সাম্প্রতিক গবেষণায় রাজ্যের ব্লক স্তরে জলবায়ু সংবেদনশীলতার বিশদ চিত্র উঠে এসেছে। এই গবেষণায় রাজ্যের ৩৯টি কমিউনিটি ও রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্লকের মধ্যে ২৫টি ব্লককে 'অত্যন্ত উচ্চ' বা 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' ক্যাটাগরিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণার নাম 'ব্লক পর্যায়ে মেঘালয়ের সমন্বিত জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ন' এবং এটি ইউরোপ-ভিত্তিক স্প্রিংগার নেচার গ্রুপের পিয়ার-রিভিউড জার্নাল ডিসকভার সাস্টেনিবিলিটি-তে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অসমভাবে পড়ছে। ব্লক-ভিত্তিক বিশ্লেষণ, যা জেলা স্তরের মূল্যায়ন প্রায়ই উপেক্ষা করে, সেই ফাঁক পূরণ করছে এই গবেষণা। গবেষণার মূল অনুসন্ধানে উঠে এসেছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যা ব্লকগুলির জলবায়ু ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে। তাতে রয়েছে আর্থিক ঋণপ্রাপ্তির সীমিত সুযোগ, গৃহস্থালি আয়ের নিম্ন স্তর, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ঘাটতি (যেমন: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অভাব) এবং বনসম্পদের হ্রাসপ্রাপ্ত প্রাপ্যতা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অসমে বাংলা ভাষাভাষীদের হুমকি দেওয়া অসাংবিধানিক, বিজেপির বিভাজনমূলক রাজনীতি সীমা ছাড়িয়েছে, তোপ দাগলেন মমতা, হিমন্তর পাল্টা : দিদি, আমরা অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে লড়ছি, নিজেদের লোকের বিরুদ্ধে নয়

গুয়াহাটি/কলকাতা, ১৯ জুলাই : অসমে বিজেপি সরকার কর্তৃক বাংলা ভাষাভাষী নাগরিকদের বিরুদ্ধে 'দমনমূলক মনোভাব' গ্রহণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, এটি শুধু বৈষম্যমূলক নয়, বরং অসাংবিধানিকও।

এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন, বাংলা ভাষা দেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা এবং অসমেও এটি দ্বিতীয় সর্বাধিক কথ্য ভাষা। যারা সমস্ত ভাষা ও ধর্মকে সম্মান জানিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করে, তাঁদের যদি মাতৃভাষা রক্ষার কারণে হুমকি দেওয়া হয়, তাহলে তা অসাংবিধানিক ও বৈষম্যমূলক।

সাথে তিনি যোগ করেন, অসমে বিজেপির বিভাজনমূলক রাজনীতি এখন সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, অসমের মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে। আমি প্রত্যেক সাহসী নাগরিকের পাশে আছি, যারা ভাষা, পরিচয় এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করছেন।

এই মন্তব্যের জবাবে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক্স-এ লেখেন, দিদি, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছি, আমরা অসমে আমাদের নিজের জনগণের বিরুদ্ধে লড়ছি না। আমরা সাহসিকতার সঙ্গে সীমান্ত পেরিয়ে আসা অনিয়ন্ত্রিত মুসলিম অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। যা ইতিমধ্যে ভয়াবহ জনসংখ্যাগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। একাধিক জেলায় হিন্দুরা নিজেদের ভূমিতে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে।

তিনি আরও লেখেন, এটি কোনও রাজনৈতিক বর্ণনা নয়, এটি বাস্তবতা। এমনকি ভারতের সুপ্রিম কোর্টও এই অনুপ্রবেশকে "বহিরাগত আগ্রাসন" বলে অভিহিত করেছে। অথচ যখন আমরা আমাদের ভূমি, সংস্কৃতি এবং পরিচয় রক্ষায় সোচ্চার হই, তখন আপনি সেটিকে নিয়ে রাজনীতি করেন।

শর্মার কথায়, আমরা ভাষা বা ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করি না। অসমিয়া, বাংলা, বড়ো, হিন্দি সব ভাষা ও সম্প্রদায় এখানে যুগ যুগ ধরে সহাবস্থান করেছে। কিন্তু কোনও সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না, যদি সে তার সীমানা এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।

মমতার উদ্দেশ্যে ঝাঁজ আরও বাড়িয়ে হিমন্ত বলেন, যেখানে আমরা অসমের পরিচয় রক্ষায় দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছি, আপনি, দিদি, পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করেছেন। একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে তোষণ, অবৈধ দখলদারিকে উৎসাহ এবং সীমান্ত অনুপ্রবেশ নিয়ে নীরবতা, সবই ভোটব্যাংকের স্বার্থে এবং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য করছেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, সাহস ও সাংবিধানিক স্বচ্ছতার সঙ্গে অসম তার ঐতিহ্য, মর্যাদা ও জনগণের স্বার্থ রক্ষায় লড়াই চালিয়ে যাবে।

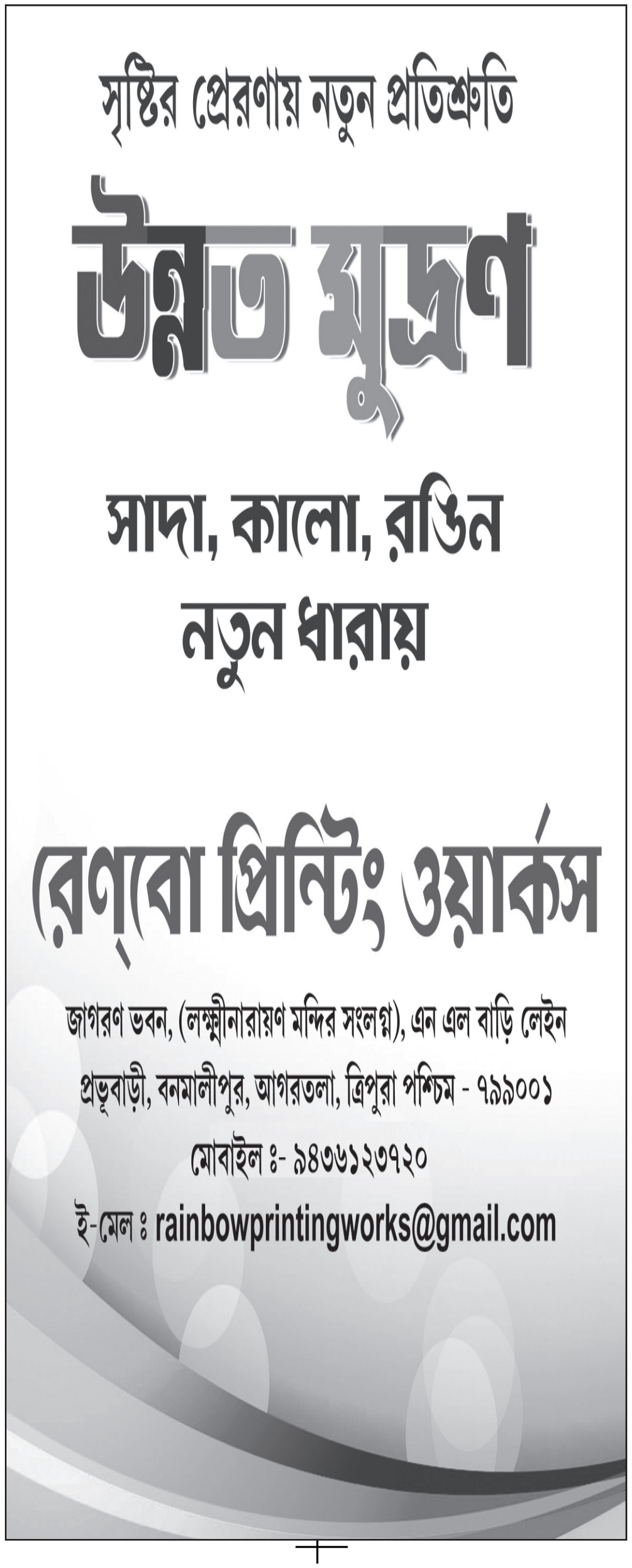

হংকং ও দক্ষিণ চীনে ব্যাপক বিমান পরিষেবা ব্যাহত, সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি

হংকং, ২০শে জুলাই : রবিবার ঘূর্ণিঝড় উইফা হংকং এবং চীনের কিছু নিকটবর্তী বিমানবন্দরে ব্যাপক বিমান পরিষেবা ব্যাহত করেছে। এটি দক্ষিণ উপকূল বরাবর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ায় এই বিঘ্ন ঘটে।

হংকং, শেনজেন, ঝুহাই এবং ম্যাকাও-এর বিমানবন্দরগুলো তাদের দিনের বেলার সমস্ত ফ্লাইট বাতিল বা স্থগিত করেছে বলে তাদের ওয়েবসাইটগুলো থেকে জানা গেছে। এলাকার কিছু দ্রুতগতির ট্রেন পরিষেবাও স্থগিত করা হয়েছে।

হংকং অবজারভেটরি তাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা, হারিকেন সিগনাল নম্বর ১০ জারি করেছে। অবজারভেটরি জানিয়েছে, দুপুর নাগাদ ঝড়ের কেন্দ্রস্থল শহরের ঠিক দক্ষিণ পাশ দিয়ে ঘন্টায় ১৪০ কিলোমিটার (৮৭ মাইল) সর্বোচ্চ গতিতে বয়ে যাচ্ছিল।

সরকার জানিয়েছে, ২০০ জনেরও বেশি মানুষ সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন এবং গাছ পড়ে যাওয়ার কয়েক ডজন ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। হংকং ডিজনিল্যান্ড এবং অন্যান্য বিনোদন পার্ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ঝড়টি, যা রাতারাতি টাইফুন শক্তি অর্জন করেছিল, ম্যাকাও এবং প্রতিবেশী চীনা শহর ঝুহাইয়ের দিকে যাচ্ছিল। এটি রবিবার দেরিতে ভূমি স্পর্শ করবে এবং সপ্তাহের শেষের দিকে ভিয়েতনামের দিকে অগ্রসর হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

থাই নাম "উইফা" শনিবার ক্রান্তীয় ঝড় হিসেবে ফিলিপাইন অতিক্রম করে এবং তাইওয়ানের কিছু অংশকে ভিজিয়ে দিয়েছিল। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের টাইফুনগুলির নাম এই অঞ্চলের দেশগুলি দ্বারা নির্বাচিত হয়।

ফিলিপাইনে, ঝড়টি মৌসুমী বর্ষার বৃষ্টিকে আরও তীব্র করে তুলেছে, যার ফলে উত্তর কাগায়ান প্রদেশে বন্যায় অন্তত একজন গ্রামবাসী মারা গেছেন। কয়েকদিনের ঝড়ো আবহাওয়ায় ৩,৭০,০০০ এরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যার মধ্যে ৪৩,০০০ জন বন্যা, ভূমিধস এবং তীব্র বাতাসের কারণে সরকারি জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র বা আত্মীয়দের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ৪০০ টিরও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সংসদে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও নারী নির্য্যাতন নিয়ে সরব হবে বিজু জনতা দল

ভুবনেশ্বর, ২০শে জুলাই : ২১শে জুলাই থেকে শুরু হতে যাওয়া সংসদের বর্ষা অধিবেশনে বিজু জনতা দল (বিজেডি) রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, বিশেষত নারী নির্য্যাতনের ক্রমবর্ধমান ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে।

আজ নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে বিজডি সাংসদ শাশ্বিত পাত্র বলেছেন যে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির 'সম্পূর্ণ পতন' হয়েছে। তিনি আরও যোগ করেন যে নারী ও কন্যা শিশুদের বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাত্র বলেন, সম্প্রতি বালাসোরের এফএম (স্বায়ত্তশাসিত) কলেজের এক ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনা গোটা জাতির বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে ভুক্তভোগী ছাত্রীটি বালাসোরের বিজেপি সাংসদ এবং স্থানীয় প্রশাসনের কাছেও তার দুর্দশার কথা জানিয়েছিল।

'সে মুখ্যমন্ত্রী এবং উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর কাছেও তার দুর্দশার কথা তুলে ধরেছিল, কিন্তু সবাই মুখ ফিরিয়েছিল। সে একজন ছাত্রী হওয়ার পাশাপাশি এবিভিপি-র একজন সক্রিয় সদস্যও ছিল। সে আত্মাহুতি দেয় এবং দুর্ভাগ্যবশত মারা যায়,' তিনি বলেন।

তিনি আরও জানান যে গত ১৯শে জুলাই পুরী জেলার এক ১৫ বছর বয়সী মেয়েকে দুষ্কৃতীরা আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে প্রায় ২০ দিন আগে বিএমসি-র অতিরিক্ত কমিশনারকে পাঁচজন বিজেপি স্থানীয় নেতা মারধর করেছিল, যাদের পরে গ্রেপ্তার করা হয়।

পাত্র যোগ করেন, 'এটি স্পষ্টতই দেখায় যে ওড়িশার বিজেপি সরকার কীভাবে চরম আইনহীনতা এবং অরাজকতার মধ্যে ওড়িশা রাজ্য শাসন করছে।'

বিজেডি সাংসদ বলেন যে পুরীর রথযাত্রার সময় গুন্ডিচা মন্দিরের কাছে পদদলিত হয়ে তিনজন ভক্তের মৃত্যু এবং রাজ্যের স্বার্থ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলিও অধিবেশনে বিজেডি দ্বারা উত্থাপন করা হবে।

রাশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে শক্তিশালী ভূমিকম্প, সুনামি সতর্কতা জারি

মস্কো, ২০শে জুলাই: রবিবার রাশিয়ার সুদূর পূর্বাঞ্চলের কামচাটকা উপকূলের কাছে একাধিক শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, এই ভূমিকম্পগুলোর ফলে রাশিয়া এবং হাওয়াইয়ের কিছু অংশে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৫.০ এবং ৬.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি, তবে পরবর্তীতে ০৮৪৯ জিএমটি (ভারতীয় সময় ২:১৯ অপরাহ্ন)-এ ৭.৪ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানলে ইউএসজিএস 'বিপজ্জনক সুনামি ঢেউয়ের সম্ভাবনা' সম্পর্কে সতর্ক করে।

ইউএসজিএস জানিয়েছে, সুনামি সতর্কীকরণ অঞ্চল প্রশান্ত মহাসাগরে পেট্রোপাভলোভস্ক-কামচাটস্কি শহরের উপকূলে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের ৩০০ কিলোমিটার (১৮৬ মাইল) ব্যাসার্ধের উপকূলীয় এলাকার জন্য প্রযোজ্য। আলাস্কা রাজ্য বেরিং সাগর পেরিয়ে এই শহরের উল্টো দিকে অবস্থিত, তবে কোনো মার্কিন অঞ্চল সতর্কীকরণ অঞ্চলের মধ্যে পড়েনি। প্রাথমিক ভূমিকম্পের পর আরও কয়েকটি আফটারশক হয়েছে, যার মধ্যে ৬.৭ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্পও রয়েছে বলে ইউএসজিএস জানিয়েছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল কামচাটকা অঞ্চলের রাজধানী পেট্রোপাভলোভস্ক-কামচাটস্কি থেকে প্রায় ১৪০ কিলোমিটার পূর্বে।

কামচাটকা উপদ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং উত্তর আমেরিকান টেকটোনিক প্লেটের মিলনস্থল, যা এটিকে একটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল করে তুলেছে। ১৯০০ সাল থেকে এই এলাকায় ৮.৩ বা তার বেশি মাত্রার সাতটি বড় ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে।

রবিবার তাজিকিস্তানে ৪.০ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে বলে এনসিএস (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি) জানিয়েছে। এনসিএস-এর বিবৃতি অনুযায়ী, ভূমিকম্পটি ১৬০ কিলোমিটার গভীরে সংঘটিত হয়েছে।

রবিবার সকালে তিব্বতে ৩.৭ মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে এনসিএস জানিয়েছে। এনসিএস-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় সময় সকাল ১০:৪৪ মিনিটে ২৮.৭০ ঞ্চ অক্ষাংশ এবং ৮৭.৫৪ ক্ক দ্রাঘিমাংশে ১০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পটি সংঘটিত হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

অনভিপ্রেত কাজের দায়ে রাজ্য দাবা সংস্থা থেকে কোচ বহিষ্কৃত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনভিপ্রেত আচরণের দায়ে রাজ্য দাবা সংস্থা থেকে একজন কোচকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। রাজ্য দাবা সংস্থার কোচের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে প্রতীক দেবনাথকে। ত্রিপুরার সেরা দাবাড়ুদের অপমান করার জন্য। জানা গেছে, বর্তমান প্রজন্ম দাবাড়ুদের উৎসাহিত করার জন্য রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক রাজ্যের সেরা চার দাবাড়ু-র ছবি রাজ্য দাবা সংস্থার অফিস বাড়িতে লাগিয়েছিলেন। যাতে ওই ছবি দেখে বর্তমান প্রজন্ম উৎসাহিত হয়। ওই ছবিতে ছিলেন ফিডে মাস্টার প্রসেনজিৎ দত্ত, আন্তর্জাতিক মাস্টার নর্ম পাওয়া আর্শিয়া দাস, পূর্বোত্তরের সর্বকনিষ্ঠ ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস এবং সাইনি দাস। রাজ্য সংস্থার সভাপতি ওই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন দাবাড়ু থেকে শুরু করে অভিবাবকরাও। কিন্তু বাদ সাধে প্রতীক।

রাজ্য দাবা সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভার পরেই ওই ছবি ছিঁড়ে ফেলে দেন প্রতীক। তা দেখার পরেই রাজ্য সংস্থার ক্ষুব্ধ সভাপতি দুদিন সময় দেন প্রদীপকে ওই ছবি পুনরায় লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। পরে প্রতিক টেলিফোনে রাজ্য সংস্থার সভাপতিকে স্পষ্টভাবে বলেন ছবি লাগানো যাবে না। ওই জায়গায় প্রতীকের ছবি লাগাতে হবে। তা শুনেই ক্ষুব্ধ রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি দ্রুত প্রতীককে দাবা সংস্থার কোচের পদ থেকে সরে যেতে আহ্বান করে। এর পরই শুরু হয় কাকুতি মিনতি। রাজ্য সংস্থার সচিব সহ বিভিন্ন মানুষের কাছে কাকুতি মিনতি শুরু করেন প্রতীক যাতে কোচের পদটি রেখে দেওয়া যায়। প্রতীক নিজেই স্বীকার করেন রাজ্য সংস্থার সিনিয়র কর্তার পরামর্শ নিয়েই ওই ছবি ছিড়ে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু এতে বরফ গলে নি। বাধ্য করা হয় প্রতীককে রাজ্য দেওয়া সংস্থার কোচের পদ থেকে সরে যেতে। যতটুকু খবর রবিবার সেই পথ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন প্রতীক।

প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যার হাত ধরে প্রতীক দাবায় হাতে খড়ি, সেই প্রসেনজিতের ছবি কিভাবে ছিড়ে ফেলে দিলেন? আজ পর্যন্ত একজনও ভালো দাবাড়ু তুলতে পারেননি ওই মুখোশধারী কোচ। অন্য একাডেমির নামকরা দাবাড়ুদের ছলেবলে কৌশলে নিজের একাডেমিতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলছে এমন অভিযোগ প্রায়শই উঠছে। বিভিন্ন একাডেমী থেকে কোচরা এমন অভিযোগ জানিয়েছেন রাজ্য সংস্থার সভাপতি এবং সচিবকে। রাজ্য দাবা সংস্থার স্বঘোষিত কোচ ছিলেন তিনি। তাকে কে নিয়োগ করেছে তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। রাজ্য সংস্থার অনেক কর্তাই জানেন না আদৌ তাকে কে নিয়োগ করেছিলেন।

কিন্তু যখন কোনও সোস্যাল মিডিয়ায় মেসেজ দেওয়া হতো তখন রাজ্য সংস্থার হেড কোচ বলে নিজেকে দাবি করতেন? জানা গেছে একটি নেটওয়ার্ক কোম্পানির সঙ্গে একসময় যুক্ত ছিলেন ওই কোচ। দাবাকেও সে নেটওয়ার্ক কোম্পানি মত তৈরি করার চেষ্টা করে চলছে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কোচের ছবি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি ভালো কাজ করেন নি।

লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগরতলা শহরতলীর নন্দননগরের ফার্নান্ডো পুনর্বাসন কেন্দ্রের শিশুদের মধ্যে এবার বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করল লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা অনীশ। সম্প্রতি পুনর্বাসন কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তুলে দেওয়া হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে ফুটবল, বাস্কেটবল, ক্রিকেট ব্যাট ও উইকেট, টেনিস বল, ব্যাডমিন্টন সেট সহ শাটল কক, হ্যান্ডবল, ক্যারাম বোর্ড এবং লুডু বোর্ড সহ বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী।

এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্তর্ভুক্তি, শারীরিক সুস্থতা এবং আত্মসম্মান গড়ে তোলা।

একই সাথে এদিন শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে একটি মোটিভেশনাল সেশন ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির কর্মশালার আয়োজন করেন লায়ন ডক্টর রঞ্জন বোস। যা শিশুদের সমাজে একীভূত হওয়া অনুভূতি জাগাতে সাহায্য করে। ছাত্ররা নতুন ক্রীড়া সামগ্রী পেয়ে খুবই আনন্দিত।

শুধু তাই নয় তারা তাদের প্রতিবাদ দেখানোর জন্য বিভিন্ন খেলাধুলাতে ও অংশগ্রহণ করে নিজেদের আনন্দের অভিজ্ঞতা অন্যদের সাথে ভাগ করে নেয়। এই ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পোস্ট জার্নালিস্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া তথা ত্রিপুরার স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী।

এছাড়াও ছিলেন লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি লায়ন বিশ্বজিৎ বণিক, প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান ও জোন চেয়ারপার্সন লায়ন সজল কুমার পাল, সম্পাদক লায়ন জয়েশ ভৌমিক সহ আরও অনেকে।

পার্থ স্মৃতি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা কমলপুরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি কমলপুর। কমলপুর কলেজ মাঠে শুরু হল পার্থ দাস স্মৃতি নক আউট প্রাইজমানি ফুটবল টুর্নামেন্ট। এবার এই আসর বারো বছরে পা দিয়েছে।মোট ২৬ টি দল অংশগ্রহণ করে খেলায়। উদ্যোক্তা হলো হরেড়খোলা রোবাস্ট ক্লাব। রবিবার বিকালে ক্লাবের পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং পার্থ দাস ”র প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই আসরের শুরু হয়। রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন এবং বলে কিক করে আসরের উদ্বোধন করেন। সাথে ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার, সমাজসেবী শম্পা দাস ও ক্লাবের বিভিন্ন পদাধিকারিরা।এই প্রতিযোগিতায় মোট ২৬টি দল অংশ গ্রহণ করে। উদ্বোধকের ভাষনে মনোজ দেব বলেন প্রতি বছরের মতো এবারও পার্থ দাস স্মৃতি ফুটবল শুরু হয়েছে। তিনি বলেন ফুটবল একটি জনপ্রিয় খেলা। প্রতিবছর প্রচুর দর্শক থাকে খেলা উপভোগ করার জন্য। বর্তমানে নেশার বারবারন্ত থেকে মুক্ত থাকতে গেলে খেলাধুলার বিকল্প নেই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও চাইছেন নেশামুক্ত যুব সমাজ। আর নেশামুক্ত যুব সমাজ গড়তে যে যেই খেলা পছন্দ সেই খেলায় অংশগ্রহণ করা উচিত। ফুটবল, ভলিবল, কবাডি, ক্রিকেট বিভিন্ন খেলা রয়েছে। পরিশেষে তিনি বলেন এই প্রতিযোগিতা অন্যান্যবারের মতো এইবারও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে বলে বিশ্বাস। নকআউট এই ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন গঙ্গানগর বনাম সানাইয়া রিয়াং পাড়া। নির্ধারিত ৬০ মিনিটের খেলায় সানাইয়া রিয়াং পাড়া ৬-৪ গোলের ব্যবধানে প্রতিপক্ষদের হারিয়ে জয়লাভ করে। তবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে যেভাবে জমজমাট লড়াই হয় তাতে ফুটবলপ্রেমীদের আশঙ্কা এবারের এই টুর্নামেন্টে প্রতিটি ম্যাচেই হবে জমজমাট লড়াই।

বাতিল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ! ভারতীয় ক্রিকেটারদের আপত্তিতে বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত আয়োজকদের, চাইলেন ক্ষমাও

অবশেষে ভারতীয় ক্রিকেটারদের চাপে পড়ে সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হলেন আয়োজকেরা। ‘ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপ অফ লেজেন্ডস’ প্রতিযোগিতায় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হচ্ছে না। পহেলগাঁও হামলার পর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন ভারতীয় সমর্থকেরা। নাম তুলে নেন হরভজন সিংহ, শিখর ধাওয়ান, সুরেশ রায়না, ইরফান ও ইউসুফ পাঠান। তার পরেই বাতিল হয়েছে খেলা।

বিভিন্ন দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের নিয়ে ইংল্যান্ডের এজবাস্টনে চলছে ‘ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপ অফ লেজেন্ডস’। ১৮ জুলাই শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতা। ভারতীয় দলের অধিনায়ক যুবরাজ সিংহ। রবিবার এজবাস্টনে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। এই ম্যাচ নিয়ে আপত্তি জানান ভারতীয় সমর্থকেরা। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় অন্তত ২৬ জন নিহত হয়েছিলেন। তার পরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ‘অপারেশন সিঁদুর’ চালিয়েছে ভারত। সীমান্তে বেশ কয়েক দিন পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল। তার পরে কী ভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত খেলতে রাজি হল সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন ভারতীয় সমর্থকেরা। পহেলগাঁও কাণ্ডের পর নিজের নিজের দেশের সমর্থনে মুখ খুলেছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা। ভারতীয়দের মধ্যে সকলেই পাকিস্তানের নিন্দা করেছিলেন। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে ভারতকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন শাহিদ আফ্রিদি। তার জবাবে শিখর ধাওয়ান লিখেছিলেন, “কার্গিলেও তোমাদের হারিয়েছিলাম। এত নীচে নেমেছ, আর কত নামবে? উল্টোপাল্টা মন্তব্য করার চেয়ে নিজের দেশের ভাল হয় এমন কোনও কাজ করো। ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আমরা গর্বিত।” আফ্রিদির নেতৃত্বাধীন সেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের খেলা নিয়েই সরব হন অনেকে।

এই পরিস্থিতিতে হরভজন, রায়না, পাঠান ভাইয়েরা জানিয়ে দেন, তাঁরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে নামবেন না। ভারতের আর এক ক্রিকেটার ধাওয়ানও সমাজমাধ্যমে জানান যে, তিনি এই ম্যাচ খেলবেন না। পাশাপাশি আয়োজকদের ম্যাচ বাতিলের জন্য তাঁরা একটা চিঠিও লেখেন। সেই চিঠিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন ধাওয়ান। তার পরে আয়োজকদের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এই ম্যাচ হচ্ছে না। এজবাস্টন স্টেডিয়ামের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা হয়, “ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপ অফ লেজেন্ডসের আয়োজকেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল করা হচ্ছে। স্টেডিয়ামে দয়া করে কেউ আসবেন না। যাঁরা টিকিট কেটেছিলেন তাঁদের টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে।”

ভারতীয় সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন আয়োজকেরা। কেন এই ম্যাচের আয়োজন করেছিলেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তাঁরা।

আয়োজকদের কথায়, “আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ক্রিকেট সমর্থকদের আনন্দ দেওয়া। আমরা খবর পেয়েছিলাম এই বছর পাকিস্তানের হকি দল ভারতে যাচ্ছে। পাশাপাশি ভলিবলেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হচ্ছে। সেই কারণে আমরা ভেবেছিলাম, এই প্রতিযোগিতাতে ও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হলে দর্শকদের ভাল লাগবে। আমরা বুঝতে পারিনি এতে ভারতের অনেক ক্রিকেট সমর্থকের ভাবাবেগে আঘাত লাগবে। তাঁদের কাছে আমরা ক্ষমা চাইছি। এই ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে।” এই ম্যাচের আয়োজন করায় ভারতীয় ক্রিকেটারেরাও সমালোচনার মুখে পড়েছেন।

তাঁদেরও অনেক কথা শুনতে হয়েছে। সেই কারণে ভারতীয় ক্রিকেটারদের কাছেও ক্ষমা চেয়েছেন আয়োজকেরা।

এশিয়ান অনূর্ধ-১৬ ভলিবলে ব্রোঞ্জ জয় ভারতের

এশীয় মঞ্চে দেশকে ভলিবলে পদক এনে দিল ভারতের ছোটরা। শনিবার থাইল্যান্ডের নাখোন পাথোমে রোমাঞ্চকর ম্যাচে জাপানকে হারিয়ে পুরুষদের এশিয়ান অনূর্ধ-১৬ ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জিতে নিয়েছে। সেমিফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হেরে গিয়েছিল ভারত। এর একদিন পর হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে জাপানকে ৩-২ ব্যবধানে পরাস্ত করেছে ‘মেন ইন ব্লু’রা। ২৫-২১, ১২-২৫, ২৫-২৩, ১৮-২৫, ১৫-১০ ব্যবধানে জাপানকে হারানোর পর পোডিয়ামে জায়গা নিশ্চিত করে ভারত তৃতীয় স্থান নির্ধারণী প্লে-অফে ভারতীয় দলের হয়ে আবদুল্লাহ (১৬ পয়েন্ট), অপ্রতিম (১৫ পয়েন্ট), রফিক (১২ পয়েন্ট) এবং চরণ (৪ পয়েন্ট) দুর্ধর্ষ খেলে। তাদের সামনে কার্যত নাস্তানাবুদ হতে হয়

জাতীয় অনূর্ধ ১৫ বক্সিং নয়ডাতে রাজ্যদল গঠিত, সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় অনূর্ধ ১৫ বক্সিং প্রতিযোগিতার জন্য রাজ্য দল গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় স্তরের প্রতিটি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের চেষ্টা করছে ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন। বক্সিংয়ে রাজ্য দল গঠনের জন্য আজ, রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় এন এস আর সি সির বক্সিং হল-এ এক সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনূর্ধ ১৫ বছর বয়স ভিত্তিক জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডাতে ৬ই আগস্ট থেকে ১৩ ই আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় স্তরের এই টুর্নামেন্ট কে সামনে রেখে রাজ্য টিম গঠন করার জন্য অনূর্ধ ১৫ ওপেন সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচিত খেলোয়াড়রা হলো: বালিকা বিভাগে তস্মিতা শীল, সায়ন্তনী দেব, সম্প্রীতি বণিক, অর্পিতা মল্লিক, স্নেহা শীল। বালক বিভাগে অভ্রাংশু মজুমদার, রাজদীপ পাল, আদিত্য মন্ডল। নির্বাচিত খেলোয়াড় দের নিয়ে ২৬ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত সাতদিনের জন্য এনএসআরসিসি-র বক্সিং হল-এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতীয় আসরে রাজ্য দল সাফল্য অর্জন করবে বলে আশাবাদী রাজ্য সংস্থা।ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সাহা এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

নেতাজি সামাজিক সংস্থার ৫-এ-সাইড ফুটবল টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নেতাজি সামাজিক সংস্থা আয়োজিত কর্ণ বাহাদুর গুরুং স্মৃতি ফাইভ-এ-সাইড নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ২৫ জুলাই থেকে। তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত এই ফুটবল টুর্নামেন্ট শহর দক্ষিণের ড্রপগেটস্থিত নেতাজি সামাজিক সংস্থা সংলগ্ন খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। ২৫ জুলাই বেলা ১২ টায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। ২৭ জুলাই হবে ফাইনাল ম্যাচ এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। প্রতিটি ম্যাচ হবে ১০-২-১০ মিনিট সময়ের হিসেবে। প্রতি দলে অতিরিক্ত দুজন করে মোট সাতজনের দল নথিভুক্ত করতে পারবে। প্রতিটি ম্যাচে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের ট্রফি থাকবে। খেলা পরিচালনায় থাকবেন ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদিত রেফারিবৃন্দ। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ দল কে যথাক্রমে ১০ হাজার এবং ৭ হাজার টাকা প্রাইজমানি সহ ট্রফি প্রদান করা হবে। অংশগ্রহণেচ্ছু ক্লাব, সংগঠন বা দলকে আগামী ২৪ জুলাইয়ের মধ্যে ৮৭৯৮৬৬৬৩১৮/৭৬২৯৮২২১৮১/৭০৮৫৫৬৭৮২৯ যেকোনো একটি নম্বরে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট এন্ট্রি ফি সহ নাম নথিভুক্ত করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে খেলার অন্যান্য নিয়মাবলীও জেনে নিতে হবে উদ্যোক্তাদের থেকে। আজ, রবিবার দুপুরে আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে টুর্নামেন্ট বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে সংস্থার সভাপতি সুমন তামাং, জয়েন্ট সেক্রেটারি কল্লোল চক্রবর্তী, সঞ্জীব বাহাদুর গুরুং, টুর্নামেন্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট রাজু লামা, সেক্রেটারি শুভদীপ চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়নশীপে রাজ্য দলের রওনা ২৯ জুলাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সুইমিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৪১ তম জাতীয় সাব জুনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪ আগস্ট থেকে ৫ আগস্ট ব্যাঙ্গালুরুতে। একইভাবে ৫১ তম জাতীয় জুনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে গুজরাটের আমেদাবাদে আগামী ৩ আগস্ট থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত। জাতীয়স্তরের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য রাজ্যদল গঠনের লক্ষে সম্প্রতি বাঁধারঘাটস্থিত রাইমা সুইমিং পুলে অনুষ্ঠিত হয় এক নির্বাচনী শিবির। শিবিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাঁতারুরা অংশগ্রহণ করে। একদিনের এই শিবির থেকে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত রাজ্য দল গঠন করা হয়। জাতীয় সাব জুনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতায় রাজ্য থেকে একমাত্র অংশ নেবে বাবুধন জমাতিয়া।

তার সাথে প্রশিক্ষক হিসেবে ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে বিনিত জমাতিয়া। জাতীয় জুনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাওয়া রাজ্যের প্রতিযোগিরা হলেন জন জমাতিয়া, রাকিব হোসেন, রুনেল চাকমা ও সৌম্যজিৎ ভট্টাচার্য। দলে প্রশিক্ষক কাম ম্যানেজার হিসেবে রয়েছেন মিহির হোসেন। জাতীয় জুনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য রাজ্য দল আগামী ২৯ শে জুলাই রেলপথে আমেদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। অপরদিকে জাতীয় সাব জুনিয়র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে রাজ্য দল আগামী ৩ আগস্ট বিমানে ব্যাঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ত্রিপুরা অ্যামাচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু সিং থাপা এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

আবার বিশ্বসেরা কার্লসেনকে হারালেন প্রজ্ঞানন্দ, নরওয়ের পর লাস ভেগাসে জয় ভারতীয় দাবাড়ুর

কয়েক মাস আগে নরওয়ে দাবা প্রতিযোগিতা। এ বার লাস ভেগাস ফ্রিস্টাইল চেস গ্র্যান্ড স্ল্যাম। কয়েক মাসের মধ্যে বিশ্বের এক নম্বর তথা পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেনকে দু’বার হারালেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। তাঁর হাতেই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন কার্লসেন। তবে প্রজ্ঞানন্দ নিজেও সেমিফাইনালে উঠতে পারেননি। ফাবিয়ানো কারুয়ানার কাছে টাইব্রেকারে হেরে তিনিও বিদায় নিয়েছেন।

কার্লসেনের বিরুদ্ধে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলেন প্রজ্ঞা। ৪৩ চালে তিনি বাধ্য করেন কার্লসেনকে খেলা ছাড়তে। প্রজ্ঞানন্দের কাছে হারের আগে ওয়েসলি সোর কাছেও হারেন কার্লসেন। তাঁর শেষ সুযোগ ছিল লেভন আরোনিয়ানের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে জয়। সেটাও পারেননি কার্লসেন। ফলে এই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেন তিনি।

কার্লসেনকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠেন প্রজ্ঞানন্দ। সেখানে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন কারুয়ানা। প্রথম গেমে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলে কারুয়ানাকে হারান তিনি।

প্রথম ছ’টা গেমে দু’জনেই তিনটি করে জেতেন। ফলে খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে দুটো র‍্যাপিড ও দুটো ব্লিৎজ গেম হয়। তার পরেও দু’জনকে আলাদা করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত আরমাগেডন টাইব্রেকারে প্রজ্ঞানন্দকে হারান কারুয়ানা। বিদায় নিতে হয় ভারতীয় দাবাড়ুকে। প্রজ্ঞা বিদায় নেওয়ায় এই প্রতিযোগিতায় একমাত্র ভারতীয় হিসাবে টিকে রয়েছেন অর্জুন এরিগাইসি। সেমিফাইনালে উঠেছেন তিনি।

এর আগে উজচেস কাপ মাস্টার্সের ফাইনালে নদিরবেক আব্দুসাত্তারভকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন প্রজ্ঞানন্দ। ফলে ভারতীয় দাবাড়ুদের মধ্যে ক্রমতালিকায় সকলের উপরে উঠেছেন তিনি। তার পরে লাস ভেগাস দাবা প্রতিযোগিতাতেও চমক দেখালেন তিনি। যদিও হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টারকে।

ব্যক্তিগত আক্রমণেই খেই হারালেন গিল

প্রথম দুই টেস্টে ৫৮৫ রান। সেই শুবমান গিল লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টে করলেন কিনা মোটে ২২ রান। ভারত অধিনায়ক কেন ব্যর্থ হলেন তৃতীয় টেস্টে, সেটির কারণ খুঁজে বের করেছেন সঞ্জয় মাঞ্জরেকার।

লর্ডস টেস্টের তৃতীয় দিনের শেষ দিকে ইংল্যান্ড ওপেনার জ্যাক ক্রলির সঙ্গে শুবমান গিলের কথা—কাটাকাটি হয়েছিল। পরদিন রান তাড়ার সময় সেই ঘটনার প্রভাবই গিলের ব্যাটিংয়ে পড়েছে বলে মনে করেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও বর্তমানে ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মাঞ্জরেকার।

ইএসপিএনক্রিকইনফোর এক ভিডিওতে মাঞ্জরেকার বলেন, ‘চতুর্থ দিনে যখন ব্যাটিংয়ে নামল গিল, এটা অনুমিতই ছিল ইংল্যান্ড ওকে ফিরতি জবাব দেবে। মেজাজ হারানোটা স্বাভাবিক, এমন হয়। কিন্তু বিরাট কোহলির ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম, ও রাগলে আরও উজ্জীবিত হতো আর ব্যাটিংয়ে আরও ভালো করত। গিলের ক্ষেত্রে উল্টোটা হলো। ওকে দেখে বেশ দ্বিধাগ্রস্ত লাগছিল। এখন তো স্টাম্প মাইকে আমরা কথাগুলো শুনতে পাই, সেখানে কিছু ব্যক্তিগত আক্রমণও হয়েছিল। কিন্তু সেটা সামলাতে গিল প্রস্তুত ছিল না, আর সেটার প্রভাব পড়ল ওর ব্যাটিংয়ে।’

মাঞ্জরেকারের মতে, বিদেশে ভারতীয় খেলোয়াড়দের এখন তুলনামূলক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশেই স্বাগত জানানো হয়। তাই এ ধরনের কটূক্তি গিলের জন্য ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। আর তাতেই ব্যাট হাতে দেখা গেল অস্বাভাবিক দুর্বলতা, ‘এই সিরিজে গিল যেভাবে দুর্দান্ত নিয়ন্ত্রণে ব্যাট করছিল, ভালো বলগুলো সহজেই সামলে দিচ্ছিল, হঠাৎ করেই সেটা হারিয়ে গেল। ৯ বলের মধ্যে ৪ বার মিস করল, একটা রিভিউর পরিস্থিতিও এল, আর পরের বলেই এল এলবিডব্লু। গিলের ডিফেন্স ভাঙা এত সহজ নয়, তাই আমি নিশ্চিত মানসিক চাপের প্রভাব পড়েছে।’

মাঞ্জরেকারের কথায় স্পষ্ট, গিলের মেজাজ হারানো তাঁর ব্যাটিংয়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেনি। ইংল্যান্ড ---ভাবত ‘অ্যান্ডারসন—টেন্ডুলকার’ ট্রফির চতুর্থ টেস্ট ম্যানচেস্টারে শুরু হবে ২৩ জুলাই।

গচ্চা যাবে ১৩ কোটি টাকা! অপছন্দের কোচ ছাঁটাই করতেই পারছে না পিসিবি

বড় সড় সমস্যায় পিসিবি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড চায় লাল বলের ক্রিকেটে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ আজহার মাহমুদকে ছাঁটাই করতে। তবে, বিরাট অঙ্কের চুক্তির জন্য আপাতত তাঁর বিরুদ্ধে এমন কোনও পদক্ষেপ নিতে পারছে না পাক বোর্ড। চুক্তি অনুযায়ী, আজাহার মাহমুদকে ছেড়ে দিতে গেলে তাঁকে দিতে হবে ১৩ কোটিরও বেশি টাকা। সেই কারণে তাঁকে টেস্ট দলের অন্তর্বর্তী কোচ হিসেবে যুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে পিসিবি।

জানা গিয়েছে প্রাক্তন এই অলরাউন্ডারের কাজে বিরক্ত পিসিবি কর্তারা। অন্যদিকে, পাক দলের নির্বাচক আকিব জাভেদও আজহারের কাজে খুশি নন। তাঁর কোচিং করানোর পদ্ধতি পছন্দ হচ্ছে না তাঁর। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রের খবর, “আগামী বছরের এপ্রিল-মে পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে আজহারের। সেই কারণেই লাল বলের ক্রিকেটে অন্তর্বর্তী কোচ হিসেবে তাঁকে রেখে দেওয়া হয়েছে। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিলে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে গুনতে হবে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ। যার পরিমাণ ১ লক্ষ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার।”

সেই কারণে এবার কীভাবে তাঁকে ব্যবহার করা যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে পিসিবি। অন্যদিকে, বোর্ডের কাজে নাকি একেবারেই সন্তুষ্ট নন আজহার। তাঁর ইচ্ছা, জাতীয় জুনিয়র দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। পিসিবি’র একটা বড় অংশ তাঁর সেই ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে নারাজ। যদিও চুক্তি শেষ না হওয়ায় আজহারকে টেস্ট দলের অন্তর্বর্তী কোচ হিসেবে যুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে পিসিবি।

কিছু বছর জাতীয় দলের সহকারী কোচ এবং সিনিয়র দলের সঙ্গে নানান ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাঁকে। যদিও পূর্ববর্তী ম্যানেজমেন্ট আজহার মাহমুদের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। যদিও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে এমন ঘটনা নতুন কিছু নয়। সাকলাইন মুস্তাক, মিসবা উল হক, ওয়াকার ইউনিস, সরফরাজ আহমেদকে ছাড়ার সময় একই রকম আর্থিক সমস্যায় পড়তে হয়েছিল পিসিবি’কে। এমনকী প্রাক্তন পাক কোচ জেসন গিলেসপি দাবি করেছিলেন, তাঁর বেতন মেটায়নি পাক বোর্ড। যদিও অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন এই পেসারের দাবি অস্বীকার করে পাক বোর্ড।

আগরতলা শহর উন্নত হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই: উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যদিয়েই আগরতলা শহরকে একটা উন্নত শহরে পরিণত করা হবে। এই মুহূর্তে উন্নয়নের নানা কাজ চলেছে। আগরতলায় হবে আরো উড়াল পুল, হবে জি-১৬ ক্যাটাগরির পেন্ডুলাম বিল্ডিং কমপ্লেক্স। এছাড়াও হবে ইস্টার্ণ ও ওয়েস্টার্ণ বাইপাস, ফাইভ স্টার হোটেল ইত্যাদি।

আজ আগরতলা পুর নিগমের ৩২ ও ৩৪নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত গান্ধীইল রোড, মেলারমাঠ, অফিসলেন, জয়নগর, দশমিঘাট ইতাদি এলাকা পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, ৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সমগ্র রাজ্যে পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার কাজের মধ্যদিয়েই মানুষের মধ্যে জায়গা করে নিতে চায়। এই সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জন্য কাজ করা। প্রতিটি এলাকায় উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা। অতীতে আগরতলা পুর এলাকায় দীর্ঘ বছর ধরে পরিকল্পনা মাফিক কোন কাজ না হওয়ায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

বর্তমান সরকার পরিকাঠামোর উন্নয়নের মধ্যদিয়ে সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করছে। তিন বলেন শুধু আগরতলা শহর নয় রাজ্যের জাতীয় সড়কের মান উন্নয়নে আই আই টির সাথে মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের এডিসি এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নেও রাজ্য সরকার এগিয়ে এসেছে। পরিকল্পনা মাফিক কাজ হচ্ছে বলেই আজ বহিরাজ্য থেকে আসা মানুষজনও রাজ্যের প্রশংসা করছে। তিনি বলেন, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হলেন দেশ গড়ার একজন দক্ষ কারিগর। প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথেই নতুন ত্রিপুরা গড়ার প্রয়াসে রাজ্য সরকার অবতীর্ণ হয়েছে।

গোটা এলাকা পায়ে হেটে পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বিভিন্ন মানুষের সমস্যার কথা শুনেন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী এই এলাকা সমূহের ড্রেনিং সিস্টেম, জলসরবরাহ, রাস্তাঘাট, ইত্যাদি বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজের অগ্রগতির খোঁজ খবর নেন। যে সমস্ত রাস্তায় জল জমে সেগুলিকে উচু করে সঠিক ড্রেনিং ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্যে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্যও তিনি নির্দেশ দেন।

এছাড়াও এদিন পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের বিষয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের পরে আসা কোন বাংলাদেশী, আফগান অথবা অন্য কোন দেশের নাগরিককে ত্রিপুরায় বসবাসের অনুমতি দেওয়া হবে না। এই টাস্ক ফোর্স ২০১৪ সালের পর অবৈধভাবে রাজ্যে প্রবেশকারী ও বসবাসকারীদের খুঁজে বের করার কাজ করবে।

পরিদর্শন কালে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র বিধায়ক দীপক মজুমদার, আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের সি ই ও ডা. শৈলেশ কুমার যাদব, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পুর নিগমের কমিশনার দিলীপ কুমার চাকমা এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

রাতের আঁধারে জলের পাম্প হাউসে চোরের থাবা, তদন্তে পুলিশ

আগরতলা, ২০ জুলাই: আবারে রাতের আঁধারে জলের পাম্প হাউসে চোরের থাবা। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এসবি স্কুল সংলগ্ন জলের পাম্প হাউসে চোরের দল হানা দিয়ে বেশ কিছু যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে যায়। জানা গেছে অন্যান্য দিনের মতো শনিবারেও এলাকার পাম্প অপারেটর দীপক রায় পাম্প মেশিন বন্ধ করে দরজায় তালা লাগিয়ে বাড়িতে চলে যান। সেদিন গভীর রাতে ওই পাম্প হাউসে চোরের দল প্রথমে নেশা করে দরজার তালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে মেশিনের সরকারি মূল্যবান তার সহ নতুন ভাবে বসানো জলের ফিল্টার করার দুটি মূল্যবান মেশিন খুলে নিয়ে যায়।

রবিবার সাত সকালে এলাকার স্থানীয় এক ব্যক্তি পাম্প হাউসের দরজা খোলা অবস্থায় দেখে সঙ্গে সঙ্গে অপারেটর দীপক রায়কে খবর দেয়। খবর পেয়ে অপারেটর দীপক রায় ঘটনা স্থলে দ্রুত ছুটে এসে দেখতে পায় পাম হাউসের দরজার পালা ভাঙ্গা অবস্থায় এবং দরজার খোলা রয়েছে। দীপক রায় পাম্প হাউসের ভেতরে প্রবেশ করতেই দেখতে পায় মেশিনের মূল্যবান তার সহ জলের ফিল্টার করা দুটি মূল্যবান মেশিন নেই, তখন ওই দীপক রায় বুঝতে পারেন যে এই পাম্প হাউসে শনিবার গভীর রাতে চোরের দল থাবা বসিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই অপারেটর দীপক রায় বিষয়টি স্থানীয় কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাজেশ দাস কে সহ বাধারঘাট স্থিত ডিডাব্লিউএস দপ্তরের আধিকারিকদের জানায়।

পরে কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাজেশ দাস এই চুরির ঘটনাটি আমতলী থানার পুলিশকে জানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আমতলী থানার পুলিশ সহ এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান রাজেশ দাস ছুটে এসে এই চুরির ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে। এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পঞ্চায়েত প্রধান রাজেশ দাস জানিয়েছেন প্রতিদিন সকলেরই পানীয় জলের প্রয়োজন হয়, প্রতিদিনই এই পাম্প হাউস থেকে জল পেয়ে স্থানীয় পশ্চিম কাঞ্চনমালা এলাকার মানুষ উপকৃত হচ্ছে, সেই জলের পাম্প হাউসে এই ধরনের চুরির ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, তিনি আরো জানিয়েছেন এই পাম্প হাউসে হানা দিয়ে চোরের দল প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকার মূল্যবান যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে যায়। যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে তারা আইন এবং সমাজের চোখে অপরাধী। তাই কাঞ্চনমালা এলাকাবাসীদের পক্ষে পঞ্চায়েত প্রধান রাজেশ দাস এদিন পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি জানিয়েছেন পুলিশ যেন গোটা ঘটনাটি সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে অভিযুক্তদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে।

গ্রামীণ জনপদে ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নে বৈঠক মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার

তেলিয়ামুড়া, ২০ জুলাই: ত্রিপুরার প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ জনপদে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি তিনি নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রামীণ ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে।

তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের অন্তর্গত মাইগঙ্গা বাজারে দলীয় কার্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন যুবনেতা সজল নমঃ দাস, এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ, সহজ-সরল জনজাতি নেতৃত্ব এবং দলীয় কর্মীসহ বহু সাধারণ মানুষ। বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল — কীভাবে কৃষ্ণপুর এলাকার প্রতিটি ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া যায় এবং উচ্চশিক্ষার হার বাড়ানো যায়।

বৈঠকে উঠে আসে, গোটা কৃষ্ণপুর এলাকায় শিক্ষার হার এখনও আশানুরূপ নয়। বহু পরিবারের সন্তানরা আজও শিক্ষার মূল স্রোত থেকে পিছিয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতি বদলাতেই উদ্যোগী মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, ''কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হল শিক্ষা। ঘরে ঘরে যদি শিক্ষিত সদস্য থাকে, তবে পরিবার ও সমাজ উভয়ের অগ্রগতি নিশ্চিত হয়।''শুধু শিক্ষার কথা বলেই থেমে যাননি তিনি। এলাকার পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলিও নজরে এনেছেন। মাইগঙ্গা ও আশপাশের এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের একটি বড় কারণ হল তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে পৌঁছানোর কষ্টসাধ্য যাত্রা। বর্তমান রাস্তাপথে প্রায় ১০ কিলোমিটার ঘুরে রেলস্টেশনে যেতে হয়। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে খোয়াই নদীর ওপর একটি ব্রিজ নির্মাণের বরাদ্দ ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে — এমনটাই জানান মন্ত্রী।

নতুন ব্রিজ নির্মিত হলে মাইগঙ্গা থেকে তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে পৌঁছাতে সময় ও খরচ উভয়ই কমবে। মাত্র ২ কিলোমিটার পথেই সহজে রেল যোগাযোগ সম্ভব হবে, যা ছাত্রছাত্রীসহ সাধারণ মানুষের জন্য এক বিশাল সুবিধা। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার এই উদ্যোগ ও প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষিত করে তোলার পথকেই সুগম করছে না, বরং গোটা অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দ্বার খুলে দিচ্ছে। যুবনেতা সজল নমঃ দাস ও স্থানীয় নেতৃত্বদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই উদ্যোগ সফল রূপ পাবে বলে আশাবাদী এলাকাবাসী।

জনসেবায় প্রতাপগড়স্থিত গ্রীন এ্যারো ক্লাবকে অ্যাম্বুলেন্স দিলেন সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ২০ জুলাই: প্রতাপগড়স্থিত গ্রীন এ্যারো ক্লাবকে সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে জনসেবায় অ্যাম্বুলেন্স দিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। রবিবার এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এম্বুলেন্সটি ক্লাব কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন তিনি। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, ক্লাবের সদস্য সহ এলাকার জনগণ। এই অ্যাম্বুলেন্স — এ ব্যয় হয়েছে ১০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, সমাজকে পরিবর্তন করা, সাধারণ মানুষকে সাহায্য করা এটাই সরকারের মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা এলাকার সমস্যায় গ্রীন এরো ক্লাব সর্বদয়ে সাধারণের পাশে থাকে। বিগত বন্যাকালীন পরিস্থিতিতেও সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিল এই ক্লাব। ক্লাব কর্তৃপক্ষ যেন সাধারণ মানুষের সেবায় আরো বেশি করে নিজেদের নিয়োগ করতে পারে সেই জন্য এই অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে তাদের কর্মযজ্ঞকে সমর্থন করা হয়েছে। আগামী দিনেও এই ক্লাবের সদস্যরা এলাকাবাসীর উন্নয়নে এবং সাহায্যে সর্বদা এগিয়ে আসবে বলে আশা ব্যক্ত করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

নবগঠিত আগরতলা মেট্রো লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে লায়ন্স লাভ এনিমেল শীর্ষক কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই: নবগঠিত আগরতলা মেট্রো লায়ন্স ক্লাব লায়ন্স লাভ এনিমেল শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করে জগন্নাথ বাড়িতে গবাদি পশুগুলোকে খাবার প্রদান করে।

লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালের অন্তর্গত নবগঠিত আগরতলা মেট্রো লায়ন্স ক্লাব লায়ন্স লাভ এনিমেল শীর্ষক এক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন পশুদের খাবার থেকে শুরু করে চিকিৎসা প্রদান করবে। আজ শহরের জগন্নাথ বাড়িতে যায় এবং গোশালায় গরুগুলিকে খাবার প্রদান করে তারা। আগামী দিনে এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে তাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

কমলপুর মহিলাদের হস্তকারু শিল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২০ জুলাই: হ্যান্ডলুম, হ্যান্ডিক্রাফট এন্ড চেরিকালচার দপ্তরের পরিচালনায় কমলপুর মহকুমার শান্তিরবাজার, আভাঙ্গা হস্তকারু শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড এ মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বাঁশ, বেতের হস্ত কাজের উপর উদ্যোগী মহিলাদের নিয়ে ৬০ দিনের প্রশিক্ষণ চলছে ধলাই জেলায়। এখানে চারটি আইটেমে প্রশিক্ষণ নিতে মহকুমার মোট ৩০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করে। সবাই হাতে কলমে শিক্ষা নিচ্ছেন। মহিলারা নতুনভাবে প্রশিক্ষণ পেয়ে খুব খুশি।

মহিলাদের বক্তব্য, আগে অনেক আইটেমের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এই নতুন আইটেমের প্রশিক্ষণ প্রথম। এখানে চারটি আইটেমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কমল দানি, সিঁদুর দানি, ট্রে, বিভিন্ন দেব দেবীর ক্যালেন্ডার। আরও প্রশিক্ষণের আইটেম রয়েছে।মহিলারা আগামী দিনে স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে খুশি। প্রশিক্ষক বলেন, মহিলাদের এই ধরনের প্রশিক্ষণ বিগত দিনে শুধু মাত্র পশ্চিম জেলা ভিত্তিক হয়েছে। ধলাই,ঊনকোটি ও উত্তর জেলা ব্রাত্য রাখা হয়েছে। এবার প্রথম ধলাই জেলার কমলপুর শান্তির বাজার আভাঙ্গা হস্তকারু শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই ধরনের প্রশিক্ষণ হচ্ছে। এখানে যে চারটি আইটেমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এগুলির চাহিদা রয়েছে।

মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে ছুরিকাহত যুবক, থানায় মামলা, পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ জুলাই: সম্প্রতি ১৭ জুলাই মানব পাচারকে মিথ্যা অভিযোগ এনে কৈলাসহর ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় এক যুবককে ছুরিকাঘাত করে কিছু দুষ্কৃতী। এবিষয়ে আক্রমণ যুবক রুকন উদ্দীন থানায় মামলা দায়ের করে। এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করার পরও পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেনি বলে অভিযোগ। অবশেষে ন্যায় বিচারের দাবিতে স্থানীয় বিধায়কের দ্বারস্থ হলেন ওই ব্যক্তি। কৈলাসহর চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে সমরুরপার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রুকন উদ্দিনের সাথে ওই এলাকার কিছু যুবকের মানব পাচার নিয়ে বিগত কিছুদিন ধরে ঝামেলা চলছিল। অভিযোগ চলতি মাসের ১৭ তারিখ ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় রুকন উদ্দিনকে ছুরিকাঘাত করে কয়েকজন যুবক মিলে। যার ফলে তার শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত লাগে এবং তার মাথাতে গুরুতরভাবে আঘাত লাগে। পরবর্তী সময় সে জেলা হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হয়। ওইদিনই অভিযুক্তদের নাম-ধাম দিয়ে কৈলাসহর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি। একপ্রকার দিশেহারা হয়ে রুকন উদ্দিন রবিবার দুপুরবেলা কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বীরজিৎ সিনহার কাছে এসে দারস্থ হয়। এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা বলেন বর্তমান জেলা পুলিশ সুপার জেলার দায়িত্বভার নেওয়ার পর আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। এভাবে দিন দুপুরে রুকন উদ্দিনের উপর যারা হামলা চালিয়েছে তাদেরকে এখনও পুলিশ জালে তুলতে পারেনি। শ্রী সিনহা আরও জানান এব্যাপারে তিনি লিখিতভাবে জেলা পুলিশ সুপার , রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ পুলিশ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকদের জানাবেন। যদি অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করা হয় তাহলে কংগ্রেস দল কৈলাসহরে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং প্রয়োজনে ২৪ ঘন্টা গোটা জেলায় ধর্মঘট ডাকা হবে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে।

ত্রিপুরা তফশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির দশম দুর্লভ নারায়ন ত্রিবার্ষিক অঞ্চল সম্মেলন সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ২০ জুলাই: সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত নলচর বিধানসভা এলাকার তকচা পাড়ায় বামপন্থী সংগঠন ত্রিপুরা তফশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির দশম দুর্লভ নারায়ন ত্রিবার্ষীক অঞ্চল সম্মেলন সমাপ্তি হল।

এই সম্মেলনে পাঁচটি ইউনিট থেকে ৪৫ জন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন। এছাড়া এই সংগঠনের রাজ্য , জেলা ও বিভাগীয় স্তরের নেতৃত্বরা ছিলেন। সম্মেলনের প্রথম পর্বে পতাকা উত্তোলন ও শহীদস্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে উপস্থিত একে একে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। পরে সংগঠনের আন্দোলন করতে গিয়ে যে সমস্ত কর্মীরা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উদ্বোধনী ভাষণে প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে পরামর্শমূলক বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির অন্যতম নেতৃত্ব তপন দাস। এছাড়াও সম্মেলনের ৭জন প্রতিনিধি খোলামেলা আলোচনা করে সংগঠন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদের সহযোগিতা চেয়ে প্রস্তাব রাখেন। এবং সর্বসম্মতিক্রমে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে ১৫ জনের আগামী তিন বছর সংগঠন পরিচালনা দায়িত্বে অনুমোদিত হয়। সঞ্জীব দাস কে সভাপতি এবং কমল দাস কে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয় এদিন।

বৃক্ষরোপণ ও সাইকেল শোভাযাত্রার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার বার্তা, ৬ আগরতলায় 'এক পের মা কে নাম' কর্মসূচি

আগরতলা, ২০ জুলাই : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগরতলায় অনুষ্ঠিত হলো 'এক পের মা'কে নাম' কর্মসূচি। ৬ আগরতলা মণ্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে এক সাইকেল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বেসিক ট্রেনিং মাঠ সংলগ্ন দিঘীর পাড় এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হয়।

রবিবার সকালে ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বেসিক ট্রেনিং মাঠ সংলগ্ন দিঘীর পাড় এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন, বেসিক ট্রেনিং মাঠ সংলগ্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হয়।

এদিন, প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার বার্তা নিয়ে আয়োজিত সাইকেল শোভাযাত্রায় অংশ নেন বিজেপি সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত, ৬ আগরতলা মণ্ডলের সভাপতি, ৬ আগরতলার কাউন্সিলর এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা। এছাড়াও, এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে পথচারীদের হাতে চারা গাছ তুলে দেওয়া হয় এবং পরিবেশ সুরক্ষায় গাছ লাগানোর গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের সচেতন করা হয়।

অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই: অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের সাধারণ সভা রবিবার অনুষ্ঠিত হয় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে। এই বৈঠকে বর্তমানে স্মার্ট মিটার ইস্যু , বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি, জলকর বৃদ্ধি সহ একাধিক ইস্যুতে আন্দোলন কর্মসূচি স্থির করা হয়। বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল, স্মার্ট মিটার ,গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি সহ অন্যান্য ইস্যুতে আন্দোলনে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেস।

রবিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল ,স্মার্ট মিটার, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সরকারের এ ধরনের জনবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন

মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী মানিকরাও কোকাটে বিধানসভায় রামি খেলতে গিয়ে বিতর্কে

বিরোধীদের "গণতন্ত্রের অপমান" আখ্যা

মুম্বাই, ২০শে জুলাই : রবিবার মহারাষ্ট্রের কৃষিমন্ত্রী মানিকরাও কোকাটে বিধানসভায় নিজের ফোনে অনলাইন কার্ড গেম ''জাঙ্গলি রামি'' খেলার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর তীব্র বিতর্কের মুখে পড়েছেন। জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি -এর নেতা রোহিত পাওয়ার এই ভিডিওটি শেয়ার করে বিতর্কের ঝড় তুলেছেন।

ভিডিওটি শেয়ার করে পাওয়ার বলেন, 'এনসিপি বিজেপির সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করতে পারে না। এবং তাই, যখন অসংখ্য কৃষি সমস্যা ঝুলে আছে এবং প্রতিদিন মহারাষ্ট্রে আটজন কৃষক আত্মহত্যা করছেন, তখন কৃষিমন্ত্রীর কোনও কাজ নেই বলে মনে হচ্ছে এবং তিনি রামি খেলে সময় কাটাচ্ছেন।' কোকাটে অজিত পাওয়ার নেতৃত্বাধীন এনসিপি দলের সিনার বিধানসভা কেন্দ্রের একজন বিধায়ক।

ভিডিওটির প্রতিক্রিয়ায় বিজেপি নেতা সুধীর মুঙ্গান্তিওয়ার বলেন, 'মন্ত্রী কোকাটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার মতো কোনও আইন নেই। বড়জোর তাকে সতর্ক করা হবে... আমি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে এমন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আইন তৈরির কথা বলেছিলাম, কিন্তু তিনি বলেছিলেন অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।'

শিবসেনা নেত্রী কিশোরী পেডনেকর বলেন, 'মন্ত্রী কোকাটে এই প্রথমবার ভুল করেননি। এর আগেও তাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করতে দেখা গেছে। তার আচরণ গণতন্ত্রের অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়।' পেডনেকর আরও বলেন, 'একসময় বিধায়কদের অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হতো, কিন্তু আজ তারা প্রতিদিন নিজেদের মান নামাচ্ছেন।'

এনসিপি বিধায়ক জিতেন্দ্র আওহাদ বলেন, 'তিনি কোথায় রামি খেলছেন? তিনি ঠিক রাজ্য আইনসভায় খেলছেন। কোকাটে একজন মন্ত্রী, কিন্তু তিনি হাউসে একটিও প্রশ্নের উত্তর দেননি। মন্ত্রীকে জাঙ্গলি রামি খেলতে দেখা গেছে, যা মহারাষ্ট্রে অনেক পরিবারকে ধ্বংস করেছে। এই মন্ত্রীদের কোনো লজ্জা নেই এবং রাজ্য আইনসভার প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই। এখন আমি দেখতে চাই উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান। আমি কৌতূহলী তিনি কী করবেন।'

আওহাদ বলেন, কর্ণাটক বিধানসভায় যখন কিছু সদস্যকে তাদের সেলফোন দেখতে দেখা গিয়েছিল, তখন তাদের বাড়িতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আওহাদ আরও বলেন, মন্ত্রীরা যদি কৃষকদের সমস্যা নিয়ে সত্যিই চিন্তিত হতেন, তাহলে তারা বর্তমানের মতো আচরণ করতেন না। তিনি বলেন, 'রাজ্য আইনসভা গণতন্ত্রের মন্দির, এবং তবুও দেখুন তারা এই মন্দিরে কীভাবে কাজ করছে।'

শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত বলেন, 'চারজন মন্ত্রী আছেন যাদেরকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সরাতে চান, তাদের মধ্যে একজন হলেন কোকাটে।'

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas